সঙ্গীতহার

নানাবিধ রাগরাগিণী,

সম্বলিত সংগীত গ্রন্থ।

বঙ্গরঙ্গভূমির সুপ্রসিদ্ধ ম্যানেজার

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

সংগৃহীত।

কলিকাতা ৪০নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীবাণেশ্বর ঘোষ দ্বারা

প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

চিৎপুররোড ৩২৩নং কমলাকান্তযন্ত্রে

শ্রীতিনকড়ি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) শ্রীধর শিরোমণি, তারাচাঁদ
[illegible], জগন্নাথপ্রসাদ বসু, রাধামোহন সেন, রামচাঁদ
[illegible]খোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামবসু, বি[illegible]
র্কবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মাগণের বিরচিত সুমধুর সঙ্গীত
গুলি অনেক গায়কদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় সত্য,
কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ঐ সকল গীত গুলি একত্রে মুদ্রিত
কোন পুস্তক পাওয়া যায় না। এ জন্য ঐ সকল গীত
ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে, আমি দেখিয়া এই অভাব
[illegible]মোচন করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গরঙ্গভূমির সুপ্রসিদ্ধ ম্যানে-
জার শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক
সংগ্রহ করাইয়া সঙ্গীতহার নাম দিয়া এই পুস্তক খানি
প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের করকমলেঅর্পণ করি-
লাম। যদি এইক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বারা সংগীতোৎসাহী ব্যক্তিগণের
কথঞ্চিৎ মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারি, তবেই আমার
সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম সকল বোধ করিব, কিমধিকমিতি।

আরও উপসংহারে ইহাও জানাইতেছি যে, এই পুস্তক
খানি আমি স্বয়ং মুদ্রাঙ্কণ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু বাণেশ্বর
ঘোষকে সমুদয় কাপি ও গ্রন্থসত্ব একেবারেই বিক্রয় করি
ইহাতে আর আমার কোন স্বত্বই রহিল না। ইতি

প্রথম ও দ্বিতীয় বার প্রকাশক

শ্রীঅভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে, আমি এই "সঙ্গীতহার" পুস্তকের দ্বিতীয়বার মুদ্রিতকালিন সমস্ত পুস্তক ও মায় কাপিরাইট স্বত্ব শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট ক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে সমস্ত পুস্তক বিক্রয় হওয়ায় আমি স্বয়ং এই পুস্তক তৃতীয়বার প্রকাশিত করিলাম, এবং রীতিমত রেজিষ্টরী করিয়াও লইলাম, এক্ষণে যিনি আমার এই পুস্তকের অবিকল মুদ্রিত করিবেন, তাঁহাকেই আমার এই পুস্তকের দাবীর দায়ী হইতে হইবে।

প্রকাশক।

শ্রীবাণেশ্বর ঘোষ।

সংগীতহার।

খাম্বাজ——তাল খেমটা।

ও সখি দেখ দেখ সরোবরে।
প্রফুল্ল কুমুদ মরি চিত্ত বিনোদন করে॥
ছিল ধনি দিবসে, পতি বিনা বিষাদে,
যামিনীতে সে ভাসে সুখ সাগরে।
শশধর গগণে, প্রিয়সীর মিলনে,
হাসির ছটায় বিশ্ব আলোক করে॥

খাম্বাজ——তাল খেমটা।

কেন বিষাদ সলিলে ভাস বল সজনী।
অমল কমল মুখ বিমল রজনী॥
বিদরে হৃদয় হেরি, দিব আনিয়া হরি,
মিলি [illegible] সবে,
তব প্রেমাধীন নীলকমল সজনী।

———

॥তহার।

খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিল বসে।
আমারে ত্যজিবার আশে।
আগেতে জানিতাম সে যে বড় ভালবাসে॥
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মনমত ধন পেয়ে, রয়েছে মনের উল্লাসে।
আমার মন বেদনা, সে কি তা জিনে জানেনা,
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে॥

কীর্ত্তন—ভুরুক সুর।

কমল নয়নে, কমল বদনে, বিষাদিত মনে ভাব কেনে
শ্রীরাস রঙ্গিনী, নব হেমাঙ্গিনী,
ভুবনমোহিনী কেবা হেন॥
তব মন চোর, তব প্রেমে ভোর,
তব প্রেম ডোর আছে পরি, তব মন হরি,
তব প্রাণ হরি, ভুলিবে কি করি প্রাণ ধরি॥

সাহানা।—তাল খেমটা।

দেখ তব কুঞ্জবন।
হয়েছে বিবিধ ফুলে সাজন কেমন।
চল হে। নিকুঞ্জে চল, বিলম্বে কি ফল কৃষ্ণ
মন সাধে যোগাইব মন॥

খাম্বাজ।——তাল মধ্যমান।

কেন মজে কামিনী। (পর প্রেমে সখিরে
আপনার প্রাণ দিয়ে পরে,
হয়ে থাকে পরের পরাধিনী ।।
পরে যেমন কথায় নাচায়, পরেতে ফিরিয়ে না চায়,
এমন পরে যে নারী চায়, ও সে প্রেমদায়ে পাগলিনী

পিলু ঝিঁঝিট——তাল ঠুংরী।

আজি কি সুখের দিন প্রাণ সজনী।
পোহাইল সখির দুঃখের রজনী ।।
মিলাল বিধি, নাগর নিধি,
মনের হরিষে আজি সবে, কর কর উলধ্বনি।

রাগে শ্রী——তাল আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধুবিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এতদিনে ।।
কুহকী কল্পনা বলে, কে আনিবে রসস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণা কমলে, মোহিতে মনে।
কে অপূর্ব্ব তাল লয়ে, বীররসে মাতাইয়ে,
শুনাইবে মেঘনাদে গম্ভীর গর্জ্জনে ।।
বীরমদে উন্মাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলাননে, কেলি বিপিনে।

ললিত—তাল আড়াঠেকা।

এখন রজনী আছে, বল কোথা যাবেরে প্রাণ
কিঞ্চিত বিলম্ব কর, হোক নিশি অবশান।।
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদি মুদিত হতো, শশী যেত নিজ স্থান।
শোও সুখ শয্যাপরে, কুচগিরি করে ধরে,
অধরে অধর দিয়ে, কর গিয়ে মধুপান।।

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে।
ভুলিতে বাসনা করি, যাতনাতে মরি প্রাণে।।
কি দোষে হইলাম দুষী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী,
তবু কাল ভালবাসি, অভিলাষী নিশি দিনে।
যার লাগি এত জ্বালা, তারি রূপ জপমালা,
কি গুণ করেছে কালা, হেলা হলো কুলমানে।।

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

চখের দেখ দেখে আমি যাব, কিন্তু আশা না ছাড়িব,
তোমার যে ভালবাসা কোন দিনে অপমান হবো।।
মনে ছিত ছিল আশা, সে আশা হলো দুরাশা,
রহিবে প্রেম পিপাসা, যত দিন প্রাণে বাঁচিবো।

ভক্ত সুর——তাল একতাল।

মথুরা বাসিনী, মধুর হাসিনী শ্যামবিলাসিনীরে।
কহলো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনীরে॥
বৃন্দাবন ধন, গোপিনী মোহন, কাহে তু তেয়াগীরে
দেশ দেশপর, সো শ্যাম সুন্দর, ফিরে তুয়া লাগিরে।
বিকচ নলীনে, যমুনা পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমা শালিনী, যাহমধু যামিনী, না মিটিল আশারে
সানিস্যা সমরী,কহলো সুন্দরী, কাঁহা মিলে দেখা রে।
শুনি যাওরে চলি, বাজাওরে মুরলী, বনে একারে॥

বেহাগ খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কি লাগি গো প্রাণসখি, ভাব অকারণ।
কেন বল ছল ছল, করে দুনয়ন,
কেন গো হেরি তব, মলিন ও সুধামুখ,
জাননা কি চিন্তামণি কণ্ঠ আভরণ॥

খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এ সময়ে তারে যদি পাই, পোড়া প্রাণ যারে চায়রে
তবে এ যন্ত্রণা হতে জীবন জুড়াই।
পরে যাঁর প্রেম ফাঁসি, লোকের কাছে, হলেম দোষী,
হেরে তুরি মুখশশী, প্রাণে মরি খেদ নাই॥

খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কেন প্রাণ সঁপে ছিলাম তারে।
যারে হেরিতে বাসনা হলে ভাসি অকুল পাথারে॥
মিলন তরি আমার, ভেঙ্গেছে মাঝার তার,
কেমনে হইব পার, পোড়েছি বিষম ফেরে।
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি শান্ত ভাবে থাকি;
তখনি তাহারে দেখি, উদয় হৃদি মন্দিরে॥

খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যাগ সে সন্ন্যাসী ফিরে।
উদাসীর সঙ্গে বিচার প্রতিজ্ঞা তো নয় লো হিরে॥
প্রতিজ্ঞা করেছি যে পণ, অবশ্য করিব সাধন,
উদাসীনের সঙ্গে এ পণ, করি নাই বলো তাহারে॥
তার পদে প্রাণ মন, করিয়াছি সমর্পণ,
সপেছি যৌবন ধন, ওলো হীরে তোর গোনপোরে।

ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

যমুনা পুলিনে বসি কাঁদে রাধা বিনোদিনী।
বিনে সেই রাকা শশী বাঁকা শ্যাম গুণমণি॥
শুকাল কমল মালা, বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা, বিনে কালা গুণমণি॥

ভৈরবী—তাল আড়খেমটা।

এ সময় রসময়, দেখা দাও অবলায়।
অসমেরি মত তব প্রমাধিনী হয় বিদায়॥
সখা হে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ কাল, দুইকালে প্রাণ যায়।
মম মৃত্যুকাল আজ, সন্নিকট রসরাজ,
কর এক প্রিয় কাজ, অন্ম দুঃখীনীর ;
মোহন বেশে গুণরাশি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
সম্মুখে দাঁড়াও আসি, মনের কথা কই তোমায়।

ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

কে জানে এমন কঠিন।
মুখে বলে ভালবাসি অন্তরে তার অন্য মন॥
আমারে একা ফেলিয়ে, রৈলে ভালবাসা লয়ে,
কে তারে বুঝাবে গিয়ে, নাহি হেরি অন্যজন॥

খাম্বাজ—তাল ঠুংরী।

প্রাণ নাথ হে কোথায় তুমি রহিলে।
অবলারে, অকূল পাথারে,
ভাসাইয়ে প্রাণ মন দহিলে॥
ঝাঁকি ঝুকি, ঝুরিতেছে আঁখি,
তবু তুমি কথা নাহি কহিলে।

খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

ভোলা হলো দায়, সখি তার পড়ে মনে।
কি ক্ষণে সে ধনে হেরেছি, ছি ছি ছি নয়নে ॥
লোকে করে লাঞ্ছনা, ঘরে গুরু গঞ্জনা,
সই, কারে কই, তোরে বই, দুঃখ রইল মনে ॥

সিন্ধু খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

রূপেরি সাগরে ডুবিল। (আঁখি আমার)
না জানি সাঁতার আমি কেমনে পার হব বল ॥
আঁখিরে তুলিব বলে, মন পুনঃ ঝাঁপ দিলে,
কিন্তু তার মায়াজালে, বন্দী হয়ে রহিল।
ছিঁড়িল ধৈরজ গুণ, অস্থির হতেছে প্রাণ,
বাড়িল বিচ্ছেদ তুফান, দেহ তরী ভাঙ্গিল ॥

খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

কেন হেরে ছিলাম তারে।
সহজে প্রেমের জ্বালা, বুঝি ঘটিল আমারে ॥
মরমে মরম ব্যথা, নারী প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, অন্তরে মরি গুমরে।
একেতো অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন;
পর প্রেমে মগ্ন মন, দিবানিশি ভাবে পরে ॥

খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

রবে কিনা রবে কুলবালা।
বাঁশীতে মন উদাসী কুল মান করে হেলা॥
শুনিয়ে বাঁশরী রব, বদনে না সরে রব,
কেমনে গৃহেতে রব, কে সবে এসব জ্বালা॥

খাম্বাজ—তাল একতালা।

জানি হে সতত নাথ।
তুমি আমাতে রত, আমি তব অনুগত॥
হয়ে বিধি প্রতিবাদী, করিল সে সুখে বঞ্চিত।
যতন সকল বিফল তার, যাতনা হলো অবিরত॥

খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এমন যে হবে, প্রেম যাবে, এ কভু মনে ছিলনা।
এ চিতে নিশ্চিত ছিলাম, পিরীতে বিচ্ছেদ হবে না।
ভেবে ছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব একান্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না।
সে আশা নৈরাশা হোল, এখন বসে কাঁদতে হলো,
সে গেল তার প্রেম গেল, আমার মরণ হলো না।
কবার নী কর-কার কাছে, সেদুঃখে ভাসায়ে গেছে,
কেবলমাত্র রইলো আমার, লোক কলঙ্ক ঘোষণা॥

খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

জানিনা যে কেন ভালবাসী।
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী॥
বাসি বা বাসি ভাল, ভালবেসে থাকি ভাল,
কি হলো বিফল আশা, আমি বাসনা সাগরে ভাসি

সিন্ধু খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

আয় রে বিচ্ছেদ রাখি তোরে, যতনে হৃদিমাঝারে।
এ জনমের মত তোরে, সে সোপে গেছে আমারে॥
বিচ্ছেদ রে বিচ্ছেদ হয়োনা, করি তোমার উপাসনা,
অন্তরে থাকিয়ে তুমি, সতন্তর কর তারে।
তুমি থাকিলে অন্তরে, সে থাকিবে অন্তরে,
তুমি যাইলে অন্তরে, সে আসিবে অন্তরে।

খাম্বাজ——মধ্যমান।

দেখো ভুলনা এ দাসীরে।
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে॥
তোমা বিনে অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ও বদন, ক্ষণে না হেরিলে পরে।
কুল/শীল লাজ ভয়, পরি হরি সমুদয়,/
সোঁপেছি জনমের মত, প্রাণ মন তব করে॥

খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

স্বপন সহিত, সখি হারায়ে তাহারে।
সহিতেছি যে যাতনা, কহিব কাহারে॥
মনোহর সে বদন, রমণী মনমোহন,
সেজন বিনে জীবন, নারী কি ধরিতে পারে॥
কুমুদী চন্দ্রের প্রতি, যেন অনুরাগবতী,
আমিও সখি সম্প্রতি, পড়েছি তার প্রেমধারে॥

সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

এমন নয়ন বাণ কে তোরে শিখালে রে প্রাণ।
দর্পণে দেখহ মুখ, আপনি হবে সন্ধান॥
ভুরু ধনু বাণ তুণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ॥

ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কেনহে প্রিয়সী তুমি, হতেছ কাতর?
হৃদয়ের মণি তুমি, ভাবি নিরন্তর॥
অধীরা হইয়া থাক, আমার বচন রাখ,
হৃদয়ে শয়ন কর, জুড়াব অন্তর।
তুমি প্রিয় এজনের, হেমহার হৃদয়ের,
অথবা হৃদয়াকাশে, পূর্ণ শশধর॥

সিন্ধু খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

মন চুরী যে করেছে, তারে কি সই পাব আর।
বিধি কি সদয় হবে, সে সুখ হেরিব আর।।
এ প্রাণ সোপেছি যারে, সে ভাবায় অকুল পাথারে,
আমার মন চুরি করে, সে গেছে যমুনা পার।
আমার মন চুরি করে, সে গেছে সই দেশান্তরে,
কেমন করে রব ঘরে, প্রাণ বাঁচান হলো ভার।।

খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

কেমনে জানাব মন মন।
যে করে আমার প্রাণ বিনা তব দরশন।।
প্রকাশিলে লোকে বলে, নারী ফেরে নানাছলে,
বিরলে নয়ন জলে, ভাসে বুক প্রাণধন।।
তুমিত সখা আমারে: ভাবনা কিছু অন্তরে,
ওই খেদে মন জরে, হৃদি হয় বিদারণ।।

ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল একতালা।

যাতনা সহেনা, সহেনা সই।
আশার প্রবোধ আর: অবোধ মন মানেনা।
শুনেছি নিদাঘে সখি, চাতকী নীরদ মুখী,
নিদয় নীরদ নাকি, (ওগো) তথাপি বারি বর্ষে না।

আমার সে নবঘন, কভু তো নহে তেমন,
শীতল বারি মিলন, (তাতে) বঞ্চিত কভু করেনা।
আজ সে জীবনকান্ত,কেন সখী হলো ভ্রান্ত,
তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত, (বুঝি) এ দেহে আর রহেনা

ঝিঁঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

বাজে বাঁশী কিবা সুমধুর স্বরে।
এতে কি অবলা পারে রহিতে ঘরে ॥
কে বাজায় এ বাঁশী, মন চাহে দেখে আসি,
বিনামূলে হইগে দাসী,
লাজ ভয় কুল শীলে বল কি করে।
প্রেমিক বলে কুলে শীলে, জলাঞ্জলি নাহি দিলে,
প্রেম কি সহজে মিলে,
সুখ মোক্ষ লাভ হবে, হেরিলে সে বংশীধরে ॥

সুরট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

সাধের প্রেমে না পুরিল সাধ একি বিষাদ।
অপরাধী নিরবধি বিনা অপরাধ ॥
যারে সদা ভাবি মনে, সে কভু না ভাবে মনে,
আর কত সব প্রাণে, বিষম প্রমাদ।
যার লাগি অপরাধ, সেই দেয় অপবাদ,
কে হেন সাধিয়ে বাদ, ঘটালে প্রমাদ ॥

মুলতান——তাল আড়াঠেকা।

অন্বেষণে তারি তরে, আমি ব্রহ্মচারি।
মনচোরে আনিবারে, দেখি পারি কিনা পারি॥
প্রেমের যোগিনী হব, প্রেম তীর্থে তপে রব,
প্রেয়সীর নাম লব, প্রেম বাঘছাল পরি।
প্রেমছাই গায়ে মাখিব, প্রেমসিদ্ধি ঘুটে খাব,
প্রেমধ্যানে বেড়াইব, প্রেমদণ্ড হাতে ধরি॥
প্রেম কমণ্ডলু নিব, প্রেমমালা গলে দিব,
প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেমপীতধড়া পরি॥

ঝিঁঝিট——তাল মধ্যমান।

সেত আমার আছে রে ভাল।
যাহার লাগিয়ে আমার, একুল ওকুল দুকুল গেল॥
বাণে নেত্র নিশাইয়ে তাহাতে পুষ্প স্থাপিয়ে,
এই কথা প্রবোধিয়ে, বঞ্চনা করিয়ে গেল।

মালকোষ——তাল মধ্যমান।

কপটে আমারে, এত দুঃখ দেওয়া ভাল নয়।
মনে দুঃখ দিলে পরে, তারো দুঃখ পেতে হয়॥
ভালবাসা গেছে জানা, কথায় কথায় প্রবঞ্চনা,
যে যাহারে ভালবাসে, বাড়াতে তার জ্বালা যায়।
মুখে মধু হৃদে বিষ, কথায় কথায় কর রিষ,
মুখে বল ভালবাসি, ও কথা কি প্রাণে সয়॥

ঝিঁঝিট——তাল মধ্যমান ।

সে কেনরে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয় ।
আমি জানি তার সনে, কখন বিচ্ছেদ নয় ॥
কবে কি বলেছি মানে, আজও কি তার আছে মনে,
তাই ভাবি কি মনে মনে, অভিমানে রইতে হয় ।
দিনান্তে প্রাণান্ত হতো, একবার যদি দেখা দিত,
তবে কেন অবিরত, হৃদয় মাঝে উদয় হয় ॥

ইমনকল্যাণ—তাল আড়াঠেকা ।

মন যে তোমারি বশ, নিতান্ত হইল ।
তুমি যে পরের প্রাণ উপায় কি করি বল ॥
বাসনা করে বাসনা, রসনা মানা শোনেনা,
সাধিলে সাধ পোরেনা, অসাধ্য হইল ॥

সিন্ধু —তাল মধ্যমান ।

বিচ্ছেদ থাকিলে, যাতনায়, ভাল নয় গো ।
সুখের জলধি স্রোত, নিরবধি বয় গো ॥
সদা নেত্র উন্মিলনে, হেরি সে মনোরঞ্জনে,
প্রাণ [illegible] ধন্দকে নিশায় গো ।
যখন আঁখি নিদ্রিত, স্বপনে প্রাণ পুলকিত,
সে হয়ে মনে উদিত, যেন কথা কয় গো ॥

সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

দুঃখ হলো বলে কি প্রেম ত্যজিব
দুঃখে সুখ বোধ করে, সদা তারে তুষিব॥
না থাকে তাঁহার মন, না করিব আলাপন,
তবু সে বিধুবদন, বিরলেতে হেরিব॥

সিন্ধু——তাল আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে, কারেও ভালবাসিব না।
ভালবেসে এই হলো, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালবাসেনা॥

সিন্ধু খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

কলঙ্কেরি ভয় করোনা। (প্রেমসখিরে)
অগ্রেতে উচিত ছিল করিতে তার ভাবনা॥
মন দিয়েছ নিয়েছ, মজেছ মজায়েছ,
বিচ্ছেদ করিবে বলে, করেছ তার মন্ত্রণা॥

সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

যার প্রাণ তার কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হলে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে।
দৈবযোগে এক দিন, হয়ে ছিল দরশন,
না হতে প্রেম মিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে॥

মূলতান—তাল কাওয়ালী।

আগে ভালবাসা জানাইলে প্রাণ বলে।
শেষে ছলনা করিয়ে আমার মন নিলে।
প্রথম মিলন কালে, করিয়ে যতন,
শেষে অকূল পাথারে আমায় ভাসাইলে॥

সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

প্রেম করে যে যাতনা, কতই তা সব বল না।
তখনিত বলে ছিলাম, তুমিত রাখ্‌তে পার্ব্বেনা॥
প্রথম মিলন যায়, সুখের নাহি পারাবার,
শোধিতে প্রেমেরি ধার, এবার প্রাণে বাঁচিব না।
শুন প্রাণ তোমারে বলি, এক হাতে বাজেনা তালি,
দুহাতে বাজালে বাজে, তাও তুমি বাজালেনা॥

সিন্ধু ভৈরবী— তাল মধ্যমান।

যেও যেও প্রাণনাথ প্রেমে নিমন্ত্রণ;
নয়ন জলে স্নান করাব, কেশে মুছাব চরণ॥
হৃদিপরে বসাইব, অধর সুধা পান করাব,
শেষেতে দক্ষিণা দিব, আমার এ নব যৌবন।

যোগিয়া—তাল মধ্যমান।

বিরহানলে সইয়ে রহে যদি এ জীবন্‌।
তবেত সুখ মিলনে, হব সুখি অনুক্ষণ॥
আশ্বাসে বিশ্বাস করি, আছি দিবা বিভাবরী,
অতি ক্লেশ প্রাণ ধরি, কেবল করি রোদন॥

কানড়িয়া বাগেশ্বরী—তাল একতালা।

হেরেছি যে স্বপন। (সখা হে তেমন)
রূপরাশি নয়নে, হেরিনে কদাচন ॥
শরত সুধাংশুসমা, অনুপমা মনোরমা,
শিয়রে বসিল বামা, শিহরিল মন।
মধুর অধরে হাসি, মুখে ক্ষরে সুধারাশি,
গলে দিয়ে প্রেমফাঁসি, হলো অদর্শন ॥

সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

মিছে ভালবাসা মনের আশা মনে রহিয়ে গেল।
যাহার কারণ আকুল প্রাণ, সেতো বাসেনা ভাল,
প্রাণ সঁপিয়ে প্রেম লাভ, হইবে মনে ছিল,
যতন সকল বিফল তার, যাতনা সার হলো।
বিচ্ছেদরূপ অনল জ্বলিছে, প্রবল প্রতাপে দেহ দহিছে
অবলা প্রাণে মলো ॥

সিন্ধু——তাল একতালা।

এ বিরহে যায় যদি প্রাণ, তবু হেরবোনা তার ও বয়ান
নিত্য নিত্য ঘরে পরে, কত সব অপমান ॥
শুন ওলো প্রাণসখি, তবু রাখবো আপনার মান ॥

সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

সাধিলে সে সাধ পোরেনা, বিষাদ ঘটেনা।
তাই যে সাধি তোমারে, অবোধমন বোঝেনা॥
বিষাদে বিদীর্ণ দেহ, সুধাইতে নাহি কেহ,
তোমার হলো ভগ্ন স্নেহ, আমার নাই বিবেচনা॥
প্রথম মিলন দিন, মনে রবে চিরদিন,
সেই একদিন, আর এই একদিন, সাধপুরাতে বাসনা

সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

নিশি ভোরে দেখিছি স্বপন, এক নবিন পুরুষ রতন
অধরে অধর দিয়ে, করে গেছে আলিঙ্গন॥
চোর বলিয়া তাহারে, যাই আমি ধরিবারে,
ধরি ধরি মনে করি, তখন ঘুমে অচেতন।
নিদ্রাভঙ্গে চেয়ে দেখি, চারিদিক শূন্য দেখি,
চিহ্নমাত্র আছে সখি, ভিজেছে কোলের বসন॥

সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

পর কে পর বলোনা, ওরে মন আমার।
ভেবে দেখ পরস্পরে, পর নইলে চলেনা॥
বাল্যকালে পিতার অধীন,
যৌবন কালে স্বামীর অধীন,
বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন, পরাধীনত গেলনা

সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

কি শোভা হয়েছে রে প্রাণ, কি শোভা হয়েছে গলে।
হেরে তোমার মুখশশী, কত ঋষির মন টলে।
ঠোঁটেতে দিয়েছ মিশি, ইচ্ছে হয় সে ঠোঁটে মিশি,
দেহ করি ভস্মরাশি, মিশিতে মিশির ছলে।
কিবা শোভা চন্দ্রহারে, চন্দ্রহারে চন্দ্রাহারে,
পরি হারে পরিহারে, পরিহারে তোমায় পেলে।।

সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

যে যাতনা যতনে মনে মন তা জানে;
পাছে হাসে লোকে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে,
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধি,
নিরবধি সাধি প্রাণপনে, তবু তো সে,
নাহি তোষে, আর দোষে অকারণে।।

বারঙা—তাল ঠুংরী।

আর তোমার আলাপে কাজ নাই
যে আলাপে মনস্তাপে, প্রাণে ব্যথা পাই।।
যে দিয়েছ প্রাণে ব্যাথা, হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা,
এখন যে কই কথা, লোক লাজ নাই।
গোড়া কেটে জল ঢালে, লাথি মেরে পায়ে পড়ে,
এই কি তোমার প্রেমের ধারা, বলিহারী যাই।

পিলু বারোঞা—তাল ঠুংরী।

আরে পরবশ মন।
পরে জানিবে পর যে কেমন॥
পরাধীন মন যার, বাঁচিয়া কি ফল তার,
বিনা দায়ে অনিবার, দহে সেই জন॥
কেন মন পরেরি লাগি, হও সদা অনুরাগী,
হতে হবে দুঃখ ভাগী, যাবত জীবন।
ছিছি মন পরেরি তরে, কি হবে যতন করে,
পরস্পরে হবে পরে, সদা জ্বালাতন॥

—

সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

অপমান প্রাণ, জ্বালাতন, কে জানে সই হবে এত।
সঙ্গোপনে প্রাণ সঁপে, হলেম পরের অনুগত॥
বিবাদি হলো সকলে, ডুবিলাম কলঙ্ক জলে,
ভয়ে ভীত সদা শশঙ্কিত, অন্তরে, অন্তরে
জ্বলে যায়, এ যাতনা সব কত॥

সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

আরতো সহেনা প্রাণে, প্রেয়সী বিচ্ছেদ বাণ।
ত্রাণ পাই প্রাণ গেলে, কেমনে যাইবে প্রাণ॥
সমুদ্রে কি পাইব, খাইয়া প্রাণ ত্যজিব,
তাও ছিল হলাহল, হর করিয়াছে পান॥

—

খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

উভয় কেবল আঁখির মিলনে, উভয়ে না বাঁচি প্রাণে।
উভয়েতে লুকোচুরি, উভয়ে গুমরে মরি,
উভয়ত পুড়ি মনাগুণে,
উভয়ের যন্ত্রণা যত, উভয়েতে আছি জ্ঞাত,
আছে সাধ উভয়ত, মিলন উভয় সনে।।

কালাংড়া——তাল একতালা।

বসিয়াছে কমলিনী, যোগিনী সনে।
যেন লক্ষ্মী বসিয়াছে, কমল বনে।।
মুখ জিনি তারাপতি, ভোলে দেখে রতিপতি,
হেরে যুবা পুরুষগণে ঘটে দুর্গতি,
রূপে রূপবতী যেন, সাক্ষাতে রতী,
হানিতেছে মদন বাণ, যত যুবগণে।।

সিন্ধু--তাল আড়াঠেকা।

জ্বালাত আছরে প্রাণ, আমারে ত্যজিয়ে।
পূর্ব্বে প্রেম করে শূন্য, অন্য প্রেমে মজিয়ে।।
আমার ত প্রেমে ভাঙ্গা আশা, কাহার না রাখি আশা,
অন্তরে হয়ে নৈরাশা, মনে মনে বুঝাইয়ে।।
প্রেম করে নাহি সুখ, বরং উপজয়ে দুঃখ,
যদি বিধি হয় বিমুখ, অনায়াসে যায় ভাঙ্গিয়ে।।

বিভাষ——তাল আড়াঠেকা।

আমারে ত্যজিয়ে যদি, যাবে তুমি সুধামুখী।
কেন তবে দেখা দিয়ে, প্রথমে করিলে সুখী।।
পীযুষ পূরিত পাশে, বাঁধিলে পিরীতি ফাঁসে,
ফেল যদি নিরাশ্বাসে, অন্তরে হইব দুঃখী।
ক্ষণ মাত্র সম্মিলনে, ব্যাকুল করিলে মনে,
ফেলিয়ে যাইবে বনে, তুমি বিধুমুখী;
প্রেমাশ্রিত আমি তব, তা হলে কেমনে রব,
বিরহ যাতনা সব, সদত হয়ে অসুখী।।

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

কত কাল আর আশায় রব, বল ওলো ও সুন্দরী।।
তুমি আমার, আমি তোমার, প্রেমের কাণ্ডারি।।
চাতক যেমন বারি আশে, চেয়ে থাকে আশার আশে,
তেমনি তোমার প্রেমের আশে,
আছি কেবল প্রাণ ধরি।।

পিলু বারাঙা——তাল ঠুংরী

তুমি তারে দিওনারে মন।
তারে মন দিলে পরে, হবে জ্বালাতন।।
আমি তারে ভাল জানি, সে শঠের শিরোমণি,
শঠের পিরীতি কেমন, জলের লিখন।

সিন্ধু——তাল আড়াঠেকা।

যারে মন সঁপেছিয়ে প্রাণ, সে বিনে মন চাহে।
নহিলে আলাপ মাত্র, মিলনে শরীর দহে।
তাহার মিলন বারি, কবে পাব আশা করি,
যদি হেরি অন্য নারী, মনোমত মজেনা তাহে॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

মনে মনে প্রাণ তোমারে, ভালবাসি যত।
তব প্রেমে বাঁধা মন আছে অবিরত॥
শয়নে স্বপনে, পড়ে তোমায় মনে,
তুমি বিনে অন্য নারী, না হয় প্রাণ মনগত॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

তুমি হে আমার, সাধের কাণ্ডারী।
আমি হে তোমার প্রেমের তরি॥
নবীন সাগর, রসের সাগর,
সঁপেছি তোমারে, যৌবন আমারি॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

তোমার মতন, গুণের রতন, পাব কি আর ও সুন্দরী
ইচ্ছে করে তোমায় নিয়ে, হই আমি দেশান্তরী॥
চল হে কাশী শুকধাম, তথায় পুরাব মনস্কাম,
আবার মাতিব দুজনে হয়ে ভ্রমর ভ্রমরী॥

সিন্ধু——তাল মধ্যমান ।

আমি কি প্রাণ তোমারে, ভুলিতে পারি ।
যেখানে সেখানে থাকি, অনুগত তোমারি ।।
শুন প্রাণ তোমারে কই, তোমা ছাড়া কার নই,
কথায় কথায় বিধুমুখী, করোনা বদন ভারি ।।

সিন্ধু—তাল মধ্যমান ।

কে তোমায় শিখায়েছিল, প্রেম ছলনা ।
যে তোমারে শিখায়েছে, সে কি প্রেম জানে না ।।
পরের মন নিতে জান, দিতে বুঝি নাহি জান,
এমন করে কত জনার, বধেছ প্রাণ বলনা ।।

বেহাগ—তাল আড়াঠেকা ।

তোমায় সঁপেছি ত চিত্ত ।
তাবত তোমারি রব যাবত জীবিত ।।
করে কত আকিঞ্চন, ঘটেছে তব মিলন
যত যতনেরি তুমি, যানত তুমিও ।।

সিন্ধু——তাল আড়াঠেকা ।

সে বিনে গাজনা হও, সে বিনে জানাব কারে ।
অন্তরের দুঃখ আমি, রাখি অন্তরে অন্তরে ।।
সে মোর আঁখি অঞ্জন, আঁখি মোর নিরঞ্জন,
করে গেছে যে অঞ্জন, অঞ্জন দিয়ে অন্তরে ।।

যোগিয়া——তাল আড়াঠেকা।

আর যাওয়া হলোনা সই, কাল হলো পয়োধরে
বিধাতা বৈমুখ হলো, ভেটীতে শ্যাম জলধরে ।।
গিরি ভার হবে ভারী, অম্বরে ঢাকিতে নারি,
মনে করে চোর ধরে ধরে ।।

সিন্ধু——তাল আড়াঠেকা।

বিচ্ছেদ যাতনা হতে, মরণ যন্ত্রণা ভাল।
সে যে অনন্ত যাতনা, এ যাতনা অল্পকাল ।।
বিচ্ছেদের হুতাশন, করে প্রাণের দাহন,
মরণ যন্ত্রণা লঘু, মোলেতো ফুরায়ে গেল।

যোগিয়া—তাল আড়াঠেকা।

ভাল বাসিবে বলে, ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব কেমন তোমা বই জানিনে ।।
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে

সিন্ধু খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

তুমি ভাল বাস কি না বাস, তাত তোর মন জানে।
আমি সুখ সাগরে ভাসি, সদা তোরই দরশনে ।।
তোর কথাতে কাণ জুড়ায়, হেরে আঁখি ভুলে যায়,
পরশে রোমাঞ্চ হয়, আর কত সাধ হয় মনে ।।

সিন্ধু —তাল আড়াঠেকা।

সে যদি যাতনা দেয় সই, ভালবাসি যারে ;
সে যাতনা যাতনা বিনা, তারই সমাদরে ।।
কি সাধ্য অন্য অনায়, সে দুঃখে করে নিস্তার,
অপরে কি ধারে ধার, মুঢ়ে কি বুঝিতে পারে ।।

ঝিঁঝিট——তাল কাওয়ালী।

তোমার বিরহে সয়, বাঁচি যদি দেখা হবে ;
মন জ্ঞান হয় প্রিয়ে, দেহে প্রাণ নাহি রবে ।।
তারপর প্রলয় জ্ঞান, পলকে নিশ্চিত প্রাণ,
তোমার অন্তর হলে, প্রমাদ ঘটিবে ।।
আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি সুখে থাক প্রাণ, এদেহে সকলি সবে ।।

সিন্ধু——তাল আড়াঠেকা।

মাসে মাসে প্রাণে প্রাণে, যদি রে প্রাণ বেঁচে থাকি ।
দেখ্‌লাম কত দেখবো কত, আর কত আছে বাকি ।।
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে, রেখেছি সব জমা করে,
জমা খরচ মিলন করে, শেষে বুঝে লব বাকী ।।

কালেংড়া——তাল কাওয়ালী।

শুধাই তোমায় বিধুমুখী, ভুলেছ কি আছে মনে ;
বল দেখি বিধুমুখী, কি কথা ছিল দুজনে ।।
তব প্রাণ দিবে বলে, ভুলায়ে মন যে নিলে,
কিজানি ছলে কৌশলে, মন জানে আর ধর্ম্মজানে ।

সিন্ধু——তাল মধ্যমান।

পরেরই কথায়, কে কোথায় প্রেম ত্যজেছে।
যেজন মজেছে, দুঃখ পেয়েছে, সুখ জেনেছে॥
সকলেতে রত তাতে, অন্যের ছলে সবাই তাজে,
দেখনা কেন যাতে তাতে, কে না প্রেমে কেনা আছে

সিন্ধু——তাল মধ্যমান।

বাকী কি রেখেছ বল আর, ওরে প্রাণ আমার;
সঁপে চিত, পদানত, হয়ে আছি প্রাণ তোমার॥
তুমিরে সর্ব্বস্ব ধন, এক্ষণে আমার প্রাণ,
তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান, তুমি মন্ত্র মূলাধার॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কি ভাবে ভাব আমারে নাথ, ভাবিয়ে না পাই হে;
প্রকাশিয়ে কওনা নাথ, শুনে প্রাণ জুড়াই হে॥
আমি তব প্রেমাধীনি, তোমা বই কিছু না জানি,
তুমি কি মোরে তেমনি, ভাব তাই সুধাই হে॥

কালেংড়া——তাল কাওয়ালী।

না হতে পিরীতি সখি, ভাবেতে কলঙ্ক হলো;
পরেরে সঁপিয়ে প্রাণ, আপনার মান গেল॥
সুখের নাহিক লেশ, দুঃখের হলো অবশেষ,
পিরীতি আলাপ দোষে, প্রেম আশার আশা গেল।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়খেম্‌টা।

প্রাণসই সইলো সই, ও তার এত অযতন।
আমি যারে ভুষি সেত, তোষেনা তেমন॥
প্রথম প্রেমেরি তরে, যে সেধেছে পায়ে ধরে,
এখন সাধিলে তারে, সে হয় জ্বালাতন॥

জংলা কেদার——তাল আড়াঠেকা।

তারে যাওরে, যে ভাল বাসে তোমারে।
তথায় কর গমন, রাখিবে রবে আদরে॥
তুমি আসিবে এখানে, যদি কোন ক্রমে শোনে,
মরিবে মন আগুনে, যাও গিয়ে তোর তারে॥

সুরট খাম্বাজ—তাল একতালা।

ওলো নাতনী, কি শুনি বিধুমুখী
হবে না কি সন্ন্যাসিনী।
এনব বয়সে, যোগিরে করবি দান,
স্বপনে না জেনে, ওলো ধনি।

কালেংড়া——তাল কাওয়ালী।

আশার পিপাশা সইতে হলোত ফুরায়ে গেল।
আলিঙ্গন বনে রে প্রাণ, আঁখির মিলন আস॥
দুই আঁখি দুই পাশে, রয়েছে প্রেমের আশে,
প্রেম লাভ হবে বলে, বিচ্ছেদ ঘটনা হলো॥

বাহেরাগুা——তাল ঠুংরী।

প্রাণ আর বাঁচে কেমনে।
শুধু আঁখির মিলনে॥
কি করিব হায় হায়, যেন চাতকিনী প্রায়,
মেঘে কি পিপাসা যায়, বিনা বারি বরিষণে॥

ঝিঝিট——তাল কাওয়ালী।

সেকি আমার অযতনের ধন।
মন প্রাণ সুশীতল, করে যেই জন॥
তবে যে অপ্রিয় বলি, যখন জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তার সকলি, প্রেমের কারণ।

সিন্ধু——তাল আড়াঠেকা।

বাসনারে কি বাসনা, তবু তারে ভাল বাসে!
লক্ষান্তরে ভানু থাকে, নলিনী সলিলে ভাসে॥
চক্রবাক চক্রবাকী, কি সুখে পিরীতি সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি, কেহ নাহি কার পাশে।

বেহাগ খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

বাঁশী কি গুণ জানে!
মজালে অবলার কুল, মধুর তানে॥
সতী ছাড়ি পতিব্রতা, শিশু ছাড়ে মাতা পিতা,
শুনিলে বংশীর ধ্বনি, একবার ঐ কানে॥

খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ভাল বাস না বাস।
আমি ত বাসিব ভাল, যাবত জীবন আশ॥
যথায় তথায় থাকি, তোমা বিনে নাহি সখী,
বধিলে বধিতে পার, রাখিলে তোমারি যশ॥

সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

এখন কি তার আসিবার, সময় হয়না গো।
ও সে, কেমনে আমারে ভুলি, রহিল কোথায় গো।
যদি থাকে প্রেম দাওয়া, ঘুচাব সেখানে যাওয়া,
অবলা সরলা আমি, ওতার কেমন কঠিন প্রাণ গো॥

বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

কি হইল রে দায়।
যাই আমি বলি যদি, কাঁদিয়া কাঁদায়॥
যারে দেখিবার আশে, থাকি নানা স্থানে বসে,
সেজন কেমনে হেসে, দিবেরে বিদায়॥

কাফিসিন্ধু—তাল মধ্যমান।

যারে যদি অবলারে মজায়ে।
কি ফল বলনা আমার, এ জীবন রাখিয়ে॥
তুমি রে প্রাণেরি প্রাণ, সঙ্গে যেতে দিব প্রাণ,
যাবে দেখে যাত্রা কর, বামেতে রাখিয়ে॥

জংলা —— তাল ফের্তা।

আমি বিধুমুখী তোমারে।
ভিন্ন ভাবিনে কিছু অন্তরে ।।
আমি তরুমূল, তুমি লো লতা,
তুমি বৃক্ষ ডাল, আমি লো পাতা,
বদন তুলে প্রিয়ে, কহলো কথা,
আজ প্রিয়ে কর রতি দান প্রাণ রে ।।

বসন্ত বাহার —— তাল একতালা।

সখি শুনলো শ্রবণে, নিশি অন্ত জেনে,
ডাকিছে ঐ কোকিলে ;
শুকের সুখসারী, গাইতেছে সারি,
বসি সারি সারি, দেখ তমালে।
কুঞ্জে আসিবেন জানি প্রাণেশ্বর,
যতনে সবে সাজালেম বাসর, এখন পঞ্চস্বর,
হৃদে হানে শর, ঐ দেখ সারী পড়ি ভূতলে ।।

ঝিঁঝিট —— তাল কাওয়ালী।

প্রেম থাকে না গোপনে।
অনুরাগ সঞ্চারিলে, প্রকাশ পায় দিনে দিনে ।।
মজিলেই রসরসে, কলঙ্ক হয় অবশেষে,
প্রচার হয় দেশে দেশে, জানিলয় সর্ব্বজনে ।।

সুরট।——তাল কাওয়ালী।

প্রাণ রে কিহলো, তোমায় বলনা প্রাণ।
পায়ে ধরি মরি, তথাপি কর অভিমান॥
মনাইতে মান, গেল মম মান,
না জানি কেমনে মান, নাহি মানে পরিমাণ।
ঘোর মান বিষে, বাঁচি বল কিসে,
কথা কহলো হেসে, করিয়ে করুণা দান॥

খাম্বাজ।——তাল আড়খেমটা।

প্রেম রয় যদি এক ভাবে। (প্রাণ নাথ হে)
তবে বিচ্ছেদের কি ভাবনা ভাবে॥
সুজনে সুজনে হলে, মলেও কি সে প্রেম ভোলে,
ভাসে সদা প্রেম সলিলে,
ও যে নিত্যই নুতন রস পরাবে॥

সুরট খাম্বাজ——তাল পোস্তা।

কোথাকার কোচকে ছোড়ালো,
দিদি দম্ দিয়ে কুল মজিয়ে গেল।
হ্যাদে লো বড় দিদি, আমারে বাঁচাও যদি,
চিত্ত চঞ্চল মন টলমল, করে কি বল বাঁচিনে গো॥
বাগানে পূর্ব্বদ্বারে, কি প্রেম শিখালে মোরে,
লাগায়ে দম্ লোটে যৌবন, বধে জীবন বাঁচিনে গো।

ললিত——তাল আড়খেমটা।

কই সে জেলেনি আমার প্রাণ, ও সে কমনে গেলো।
আমি পাড়ায় পাড়ায় খুঁজে এলাম,
তার না দেখে প্রাণ আকুল হলো॥
হাতেতে তার বাঁউড়ি চুড়ী,
জেলেনীর কানে দোলে ঝুমকো চেঁড়ী,
পরনে আহ্লাদের সাড়ী, রূপে করে চুবড়ী আলো॥

ভৈরবী।——তাল কাওয়ালী।

কেমন করে বল যাই সজনী, ধনী।
একাকিনী অনাথিনী হয়ে আছি পাগলিনী।
ধৈর্য্য ধর সখি ভেবনা অন্তরে,
আসিবেন প্রাণ নাথ, তুষিবে তোমারে,
ঘুচিবে বিরহ জ্বালা, পোহাবে দুঃখ রজনী॥

কালাংড়া।——তাল একতাল।

তুমি আমায় বাস ভাল প্রাণ, কিসে জানব বল।
যা ভাল বেসেছ প্রাণ রে, সেই ভালতে ভাল॥
বুঝিলাম তোমার কারসাজি,
ডাইনের মায়া ভোজের বাজী,
আর কিরে তোর কথায় ভিজি,
এক আঁচড়ে জানা গেল॥

ঝিঝিট খাম্বাজ।—তাল পোস্তা।

ক্ষান্ত দিয়েছি এবার দেখে শুনে।
আমি চোর দায়ে পোড়েছি ধরা,
প্রেমকোরে তোমার সনে॥
যার নদীর কুলে বাস, তার ভাবনা বারমাস,
হয়েতো ভাল, নয়ত মন্দ, হয়তো সর্ব্বনাশ,
আর এই কান্ মোচড়া নাখাত,
ও প্রেম করবোনা তোমার সনে॥

ইমন্ কল্যাণ—তাল একতালা।

কেন ডাক্‌লে মাসি বোলে।
এ কেমন মন না জানি, মম সুখ সাধে বাদ সাধিলে,
প্রাণ যে দহিছে দুঃখানলে॥
তোমারে হেরিয়ে, মনজ্ঞান ভুলিয়ে,
আর কি আমার অভাব না চাইলে,
এই বাসনা নাহি পুরাইলে॥

জংলা।——তাল একতালা।

সাধে কিরে কাঁদি।
কি সাধে বিবাদ হয়ে ঘটালে বিবাদী॥
সুখ তার সাঙ্গ হলো, সে যদি মোরে ত্যজিল,
রহিল জ্বালাতে মোরে, বিচ্ছেদ চিরব্যাধি॥

বাহার——তাল কাওয়ালী।

চতুরঙ্গে দুঃখে জ্বলে জীবন।
কখন হবে তার সঙ্গে সখি সুখ সাধ মিলন,
প্রাণ গেল নাহি হলো দরশন, জ্বালাতন,
আর সহিব দুঃখ কত নাহিক বুঝি মরণ॥
আমি কেমনে করে পাব তারে, দেখ দেখ প্রাণ জ্বলে,
কি করি বলনা এখন, অনলে ত্যজিব প্রান॥
সাম্মা পামা ধামা মাধাপা ধা, ধানিসা ধানি সারে
সানিসা, ধানি সারেগা রেসা নিসারে সানি মাধাপা

ললিত বিভাষ——তাল একতালা।

কেমনে ভুলি তারে।
কি বল সই আমারে, যে জন বিরাজে,
হৃদয় মাঝারে।
আমি চকোরিণী সে যে সুধাকর,
প্রেম সুধাদানে তুষিবে অন্তর,
সে হলে অন্তর, কেমনে অন্তর,
জুড়াইব বল বিরহ বিকারে।
বারি হারা মীন, হয় গো যেমন,
সে বিনে সতত আমি গো তেমন,
হারা হয়ে সেই হৃদয় রতন,
ভাসিব কি শেসে অকুল পাথারে॥

বেহাগ——তাল আড়াঠেকা।

কি হলো কি হলো, মরি কেন গো হলো এমন।
উঠ উঠ প্রাণ সখি, ত্যজিয়ে ধরা শয়ন॥
সোণার কমলকায়, ধুলায়ে লুটায়ে যায়,
এদুঃখ সহেনা হায়, হায় হৃদি বিদরিল॥

ঝিঝিট——তাল কাওয়ালী।

প্রিয়ে ভুলিব কেমনে।
রাখিব সতত তোমায় নয়নে নয়নে॥
আমার হৃদয় পটে, লিখিব হে অকপটে,
মধুর মুরতি তব, অতি হে যতনে।

ঝিঁঝিট——তাল কাওয়ালী।

যে ভাল বাসি প্রেয়সি, জানাব কি তোমায় বলে
দেখাতাম সে ভালবাসা, অন্তর দেখাবার হলে॥
তিলেক না হেরে তোরে, স্থির নহে অন্তরে,
তো বিনে আর কে পারে, নিভাতে মন অনলে॥

পিলু বারোঁয়া——তাল যৎ।

মনে মনে তোমায় যে ভালবাসি।
লোকলাজ ভয়, নাহি প্রকাশি॥
হলে অদর্শন দণ্ড [illegible] প্রাণ,
পলকে প্রলয় জ্ঞান, [illegible] রূপসী॥

ইমনু কল্যাণ——তাল একতালা।

সখি তার লাগি ভেবে ভেবে প্রাণ যায়।
মরি হায় দুঃখ কব কায়॥
সদত বিষাদিত চিত, হলেম জ্ঞান হত,
যেন পাগলিনীর প্রায়!
কিসেরই তরে নিদয় অন্তরে,
বধিল দারুণ বিচ্ছেদ শরে;
আমি সই দোষী নই তোমায় কই,
কে কিবলে তায়, বিচ্ছেদ ঘটায়;
শতু পায় পায়॥

সারঙ্গ——তাল কাওয়ালী।

প্রাণ প্রিয়ে মধুর ভাসিনী।
বদন তোল ধনি সকল গণি দুঃখ হারিণী॥
করিছে জ্বর জ্বর ফুলহার সঘনে,
বাঁচি কেমনে তোমা বিহনে,
প্রেম দহনে দহে বিনোদিনী।

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

চলো গৃহে বিয়োগো বিধুর রাজবালা।
বিফল বিপিনে বাড়ে জ্বালা॥
বিধি বিরোধি, সুখ সাধ তোমারি,
হয়েছে প্রেম সাধনা জপমালা।

খাম্বাজ——তাল একতালা।

বোলনা বোলনা, আমারে বোলনা,
মিনতি তোমার পাশে।
নিদারুণ কথা শুনিলে শ্রবণে,
অন্তর দুঃখেতে ভাসে।
কিলাগি কিবলি যাব গো সেখানে,
যে জনে হেরিলে পাই ব্যথা প্রাণে;
কেমনে সহিব, মরমে মরিব,
সে যদি উপহাসে।।

বারোঁয়া——তাল ঠুংরী।

আগে এত ভাবিলে মনে।
তবে কি দহিত দেহ, বিরহ দহনে।।
আগে তাকি জানি মনে, হারাইব তোমাধনে,
তাই বুঝি প্রাণপণে, রাখিবে হে যতনে।
বিধাতা সাধিল বাদ, প্রমোদে ঘটে প্রমাদ,
তবে মিলনের সাধ, বল করি হে কেমনে।।

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

তারে ভালবেসে সখীরে প্রাণ যে যায়।
মণিহারা ফণির মতন, পরেছি গলায়।।
প্রথম প্রেম মিলনে, বড় সাধ ছিল মনে,
সুখী হব প্রেমাধনে, সে সাধ কোথায়।।

ঝিঁঝিট——তাল মধ্যমান।

কে ধনি তুমি ভ্রমিছ গোকুলে।
আকুলে হোয়েছি আকুল,
কেউ বুঝি তোর নাই ত্রিকুলে ॥
বয়স দেখে দেখি আকার, অসতীতে হয়না প্রকার, ।
কেবল যৌবনের সঞ্চার, হয়েছে হৃদয় কমলে।
হয়নাই রসাবোধ, প্রণয়ের বোধাবোধ,
জন্মে নাই পিরীতের সাধ, প্রেমাশ্রিত তাকি বলে ॥

বেহাগ—— তাল কাওয়ালী।

দেখ গো সজনী,
দেখ কে ওই তপোবনে।
এমন রূপ হেরিনে জন্মে ভুবনে;
বিধি কি ওরে, গড়িয়াছে বসে নির্জ্জনে ॥
বিধু হেরিয়ে উহারে সখী লো লাজে,
বুঝি কলঙ্ক ধরেছে মাঝে,
কখন বা বিরাজে মেঘ মাঝে কভু রাহুর ব বদনে।
চক্ষ ওরূপ তরঙ্গ দেখি অনঙ্গ,
ত্যজি সকল সুখের সঙ্গ,
আহুতি দিয়েছে সে নিজ অঙ্গ, হর কোপ হুতাশনে
ছিলে চাতক সমান তৃষা কাতর,
এরি করিতে সোঁপলো কর,
তাহাতে মিল হবে পরস্পর, যেন মণিতে কাঞ্চনে ॥

বেহাগ খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

আরত রহেনা, সইলো এ পোড়া প্রাণ।
আশার আশে, কদিন থাকে জীবন,
সাধে কি সখি, অভিলাষ করি মরণ॥
যদি সে ধনে, হৃদয় আসনে রেখে,
মম বাসনা না পুরে দেখে,
কিবা সুখ জগতে আর থেকে, মনে জ্বলে হুতাশন।
বিধি গড়েছে আমারে সহিতে দুঃখ,
তাহে কেমনে হইবে সুখ,
দুঃখানলে সজনী ফাটে বুক, বালিকারে এ বেদন॥

সাহানা——তাল কাওয়ালী।

মাতনী তোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচিনে।
আমার নাৎজামাই আস্‌বে কত দিনে॥
ফুল যোগাই পাড়ারপাড়া, তোর কথায় তোলা পাড়া
আমার পায়ে ধরে কত ছোড়া খাতিরে আনিনে॥

ভৈরবী——তাল পোস্তা।

আমার কাজ নাইকো পিরীতে।
তারে দেখতে পেলে হয়।
সে যদি আমায় একবার হেসে কথা কয়।
মনে এই আকিঞ্চন, বদনে দিব বদন,
করিব তার সুধাপান, উভয়ে উভয়॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

অবলায় মজিয়ে পিরীতে প্রাণ যায়!
মানস চাতকী যার পিপাসী সেজন,
ফিরে নাহি চায়।
কামিনী অবলা, স্বভাবত সরলা,
পুরুষ পুরিত শঠতায়।
যত দিন যৌবন, পর হয় আপন,
ক্রমে ভাব অভাবে লুকায়॥

কানড়িয়া বাগীশ্বরী—তাল একতালা।

কঠিন নারীর মন।
পাষাণে গঠন, সরলতা ব্যবহার,
জাননা হে কেমন॥
নাহি জানে প্রেম রীত, নাহি মানে হিতাহিত,
বিধিমত বিপরীত, করে আচরণ।
নলিনী ভানুর করে, দেখ ফুটে সুখভরে,
কিন্তু মধু মধুকরে, বিতরণ॥

ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

কিবা সুখ বল জীবনে।
মন সঁপিয়ে কুজনে॥
আকুল হলো প্রাণ, আর না সহে হে,
বাড়ে জ্বালা, দেহ তায় আর বহনে।

ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।

প্রেমব্রত আজ আমার, হবে উদ্‌যাপন।
কৃষ্ণার্প্পণ বলে সখি, আহুতি দিব এ প্রাণ॥
এ ব্রতের যে পদ্ধতি, সকলিত জান দূতী,
রাখ আমার এ মিনতি, কর তারি আয়োজন।
ব্রতফলে পাব কান্ত, বাসনা ছিল একান্ত,
এখন হ'ল দক্ষিণান্ত, ক্ষান্ত হওরে পাপ মন॥
বিপুছয় কাষ্ঠ করিব, মদনে আহুতি দিব,
দক্ষিণান্তে বর লব, যেন না ঝরে নয়ন।

খাম্বাজ—তাল একতালা।

অধোমুখে রইলে কেন হেসে কথা কও
একবার চাও বদন তুলে।
আমি নারী বিরহিনী মদন জ্বালায় মরি জ্বলে॥
হয়েছে নিরঙ্গ বশ, কেন কর এ মানস,
ভ্রমর হয়ে উড়ে বসো,
আমার এ নব যৌবন কমলে॥

ভৈরবী—তাল পোস্তা।

সারা হলেম প্রাণ আমি সারা নিশি জাগিয়ে।
আছি যে প্রাণ ও তোর, মুখ চাহিয়ে॥
অনেক দিনের অভিলাষী, সুখেতে বঞ্চিব নিশি,
কপাল ক্রমে দুদিন আছি উপবাসী হইয়ে॥

বেহাগ——তাল মধ্যমান।

কেন বাধা দেহ ত্যজিব এ দেহ,
প্রাণে নাহি প্রয়োজন।
শুন লো সজনী, বিনে গুণমণি,
সব হয় অকারণ॥
জীবনে কি ফল, হইল,
যত ছিল আকিঞ্চন।
না হয়ে বিরত, অনমেরি মত,
দেহ সখি আলিঙ্গন॥

বারোঁয়া——তাল ঠুংরী।

কেন লো চিন্তা অকারণ।
মন বাঁধা দিয়ে. আমি চলিলাম এখন।
তোমাতে সঁপেছি সব, মিছে কি ভাবনা তাব,
দেহ মাত্র লয়ে যাব, ছাড়িয়া জীবন।
ত্যজে প্রাণ লইয়ে দেহ, থাকিতে কি পারে কেহ,
অন্তরে রেখলো স্নেহ, বলে প্রিয়োজন॥

ভৈরবী——তাল একতালা।

কেন তারে মন সদা চায়, সখি সতত যে জ্বালায়।
প্রেমানলেঅঙ্গজ্বলে আবারনয়নজলে বদন ভেসে যায়
এক দিন ভাবি সখি, আঁখি দুটী মুদে রাখি,
অন্তরে সেরূপ দেখি, বিচ্ছেদ জ্বালায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

প্রেম সুধারস পানে, মোহিত সুজনে,
রসহীন জনে, রস নাহি পায়।
সুজনে সুজন, যদি হয় মিলন,
থাকে প্রেম চিরদিন, বিচ্ছেদ না হয়। (প্রেম)
যদি প্রাণ অন্তে, বিচ্ছেদ হয় একান্তে,
সেই প্রাণকান্তে, পায় পুনরায়। (পুনঃ)
যা ভেবে ছিলাম মনে, তারি মুখ পানে,
চাহিবনা চাহিবনা, যদি প্রাণ যায়।। (ফিরে)

আলাহিয়া—তাল একতালা।

যুবক যুবতী জাগ, যামিনী যে যায় রে।
মদন শাসনে কেবা, নিশিতে ঘুমায় রে।
সুখ তারা প্রকাশিলে, বিভাবরী প্রভাতীলে,
সুখ হারে হবে পূর্ণ, বিরহেরি দায় রে।
আজি যে গোলাপ ফুল, সৌরভে করে আকুল,
কালি সে ঝরিলা যাবে, কেবা তাহারে চায় রে।।

খাম্বাজ——তাল একতালা।

উহু মরি মরি কি করি কি করি, বলনা বলনা সই।
অবলা সরলা, কি জানি নারী, পরের অধীন রইতে নই।
কোকিল করেগান উঠিয়ে বৃক্ষে, নাথপড়েমনেমরিযে দুঃখে
অবলারি প্রাণ কেকরে রক্ষে, নাথবিনেবল কি সুখে রই।

বাগেশ্রী——তাল আড়াঠেকা।

মনেরি বাসনা সখি, মনেতেই মিশাইল।
শোকানল হৃদি মাঝে, জ্বলিয়ে বল হরিল ॥
না উঠিতে সুখ শশী, দুঃখ ময় রাহু আসি,
সজনী লো তাহে গ্রাসি, চঞ্চল করিল।
বিধি কি বাদ সাধিল, কোন সাধ না পুরিল,
আজি হতে সার হলো, নয়ন সলিল ॥

সুরট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

সুখের প্রণয় ধনে, রাখিতে অতি যতনে।
বল দেখি বিধুমুখী, কার না বাসনা মনে ॥
মিলন সুখের নিধি, সৃজন করেছে বিধি,
জীবনাবধি এবার, রাখব হে প্রাণ পণে।
একান্ত বাসনা মনে, রাখিব হে তোমাধনে,
অতি অনুরাগ ভরে, সদা নয়নে নয়নে ॥

খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

এই ভাবনা সদা মনে।
অন্ধ পিতা মাতা মম আছেন কেমনে ॥
আমারি কারণে কত, ভাবিছেন অবিরত,
দোঁহে হয়ে জ্ঞান হত, সেই তপোবনে।
জুড়াতে তাদেরি দেহ, আমাদিনে নাহি কেহ,
শ্রবণে বিদায় দেহ, যাব দরশনে ॥

গৌড় সারঙ্গ——তাল একতালা।

ভাল বাসিয়ে হইল কি দায়।
তারে পড়ে মনে, সঘনে স্বপনে, আঁখি যারে চায়॥
উহু মরি মরি, কিসে প্রাণ ধরি,
সদা শিহরি, তার ভাবনায়।

বাহার বাগেশ্রী——তাল আড়াঠেকা।

সাধে কি প্রেয়সী শশী তোমায় এত ভাল বাসি।
কে কোথায় দেখেছে কেন, নিরুপম রূপরাশি॥
অনিল তাড়িত কেশ, বিমল কপোল দেশ,
পুনঃ পুনঃ পরশিছে, কিবা শোভা পরকাশি।
কিবারূপ মনোহর, শরতেরি শশধর,
অধর অমিয়া ময়, মরি কি মধুর হাসি॥
হেরি জ্ঞান হয় হেন, প্রভাতের পদ্মে যেন,
ভ্রমিছে ভ্রমর বৃন্দ, মকরন্দ অভিলাষী॥

খাম্বাজ——তাল একতালা।

করে ধরি কোরনা বারণ।
ত্যজিয়ে এ প্রাণ সখি ঘুচাব মন বেদন॥
পতি বিনে রমণী, বাঁচে কিসে সজনী,
বারি বিনে মীন, বাঁচে লো কখন।
পঞ্চশর যাতনা, আর প্রাণে সহেনা,
সদা দহিছে, সেই মম প্রাণ মদন॥

ঝিঝিট——তাল মধ্যমান।

ননদিনী বলো নাগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে ॥
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজকুল সব হোগ প্রতিকূল,
আমিতো সঁপেছি গো কুল, অকূল কাণ্ডারির করে
কাজ কি বাসে, কাজ কিবাসে,
কাজ নাই আমার পীত বাসে,
সে যার হৃদয় বাসে, সে কি বাসে বাস করে ॥

বাহার বাগেশ্রী——তাল জৎ।

বসন্ত নিতান্ত সখি, সুখকর সে জনে।
যে যুবতী পতি সহ আছে সুখ মিলনে ॥
পতি যার পরবশে, কে তাহারে ভাল বাসে,
সদা নেত্র নীরে ভাসে, মদনেরি তাড়নে।
প্রফুল্ল কুসুমচয়, জ্ঞান হয় বিষময়,
বিরহিনী কত সয়, প্রাণপতি বিহনে ॥

ঝিঝিট——তাল কাওয়ালী।

কি কাল হইল কাল, এই কি বসন্ত কাল।
ওই দেখ ডাকিতেছে, ডালেতে কোকিল কাল ॥
একে প্রাণপতি কাল, তাহে তো যৌবন কাল,
বিদেশেতে চিরকাল, নাহি তার কালাকাল ॥

খাম্বাজ——তাল একতালা।

আর কি সময়, নাহি রসময়,
বাজাতে মোহন বাঁশী।
তোমারে হেরিতে, কাননে আসিতে,
নিরন্তর অভিলাষী॥
সদা গুরুজন নিকটেতে রই,
বাঁশীরব শুনে ব্যাকুলিতা হই,
মনতুঃখ আর বল কারে কই,
সদা আঁখিনীরে ভাসি।
না জানি বঁ শী কি গুণধরে,
বারেক বাজায়ে মন প্রাণ হরে,
না দেয় আমারে থাকিতে ঘরে,
করিয়ে সদা উদাসী॥
কে বলে সরল বাঁশী তোমারি,
তা হলে কি লয় মন প্রাণ হরি,
ছাড়না ছলনা কপট শ্রীহরি,
শ্রীমতী তোমারই দাসী।

———

সাহানা——তাল কাওয়ালী।

যাতু লুকিয়ে লুকিয়ে পোড়া পিরীত, রাখবো কত আর
আবার পিরীত গন্ধে প্রকাশ হতে বলবাকী থাকে কার
উভয়েরই লুকোচুরি, খেদ না মিটাতে পারি,
আবার আতঙ্কেতে ভয়ে মরি, শেষে মুখ দেখান ভার

খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

যদি যাবে হে গুণাকর।
সঙ্গে লও অধিনীরে, ধরি দুটী কর॥
নাথ হে চরণে ধরি, লহ মোরে সঙ্গে করি,
জীবনের সহচরি, সহচরি কর॥
ছায়াসম সাথে রব, সেবিব চরণ তব,
সুখের দুঃখিনী হব, আমি নিরন্তর॥

বেহাগ——তাল আড়াঠেকা।

তারে ভুলিব কেমনে।
সে বিনে যাতনা যত, সে কি তা জানে।
মিলনের দিন, হইলে স্মরণ,
আপন অধিক ভাব, হয় তারে প্রাণে॥
মনে যত মান, যদি হয় মিলন,
উপহার ছলে, দিবরে জীবন॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

কি সঁপেছি প্রাণ সে চরণে।
তিনি বিনে মন জানে নাহি জানি অন্যজনে।
যতদিন রবে প্রাণ, তিনি জ্ঞান তিনি ধ্যান,
এহৃদে অন্যেরে স্থান দিব না স্বপনে।
যার প্রেম সুধাকরে, সদত শীতল করে,
বল সেই সুধাকরে, ভুলিব কেমনে॥

খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

কঠিন হইয়ে, তোমারে রাখিয়ে,
কেমনে যাইব প্রেয়সী।
তুমি কি ভাব, আমি কি ভাবিনে,
বলে কি জানাব যে দুঃখ জীবনে,
বিরহ যন্ত্রণা সহিব কেমনে,
তাই ভাবি দিবানিশি॥
এ দেখি বদন মলিন তোমার,
রাহু গ্রস্ত যেন পূর্ণ শশধর,
দুঃখানলে দহে সদত অন্তর,
দুঃখিনীরে সদা ভাসি।

খাম্বাজ——তাল আড়াঠেকা।

বলি যাও যাও প্রাণনাথ, ধোরে রাখবোনা।
চখের দেখা দেখবো কেবল, ক্ষতি হবেনা॥
আমার এ মন প্রাণ, করেছি প্রাণ সমর্পণ,
দেখ যেন আমার মতন, তারে কাঁদিও না॥

রামকেলী——তাল কাওয়ালী।

প্রাণ দহিল মদনের বাণে।
এদায় বিদায় কর, তোম প্রেম আলিঙ্গনে॥
সাজায়ে যৌবন রথ, করে এলি মনরত,
হয় যদি মনমত, কোনমতে ভয় করিনে।

ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

সখি সেকি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি, বিরহ বাণে।
নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
পাসরিতে নারী সে জনে,—
দেহে মাত্র আছে প্রাণ, সদত তাহারি ধ্যানে।

খাম্বাজ—তাল একতালা।

লেগেছে রূপ নয়নে।
হেমাঙ্গিনী বরণে॥
জাগিছে হৃদয়ে কমলিনীর রূপ,
বাঁচিনে বাঁচিনে বাঁচিনে প্রাণে।
পতঙ্গ যেমন তাপিত তপনে,
শুনেছি শুনেছি শুনেছি শ্রবণে,
তেমতি প্রাণ, হয়েছে দহন,
রাধা রূপ কিরণে॥

পিলু বারোঁয়া—তাল কাওয়ালী।

প্রেম যাতনা সহেনা আর প্রাণে।
আগে না বুঝিয়ে, পরে মন দিয়ে,
হবে বিচ্ছেদ তা কে জানে॥
করেছি বাসনা, তারে সাধিব না,
মন প্রবোধ না মানে।

খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

বিরহ জ্বালা প্রাণে কত সহিব।
মন দুঃখ অন্যে কারে কহিব॥
সে যদি আমারে সখি নিষ্ঠুরতা করে,
তবে কার করে এ যৌবন ভার দিব।
সহেনা সহেনা সখী আর দেহ মাঝে,
অধৈর্য্য হইবে ধৈর্য্য ধরি লোক লাজে,
শীঘ্রগতি কহ তুমি গিয়ে রসরাজে,
অবিরত আর কত দুঃখানলে দহিব॥

খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

আজ একান্ত যাবে যদি হইয়ে নিদয়।
ফেলে অবলায়, বিচ্ছেদ জ্বালায়,
দেখ কিন্তু অধিনী বলে, মনে যেন রয়।
আশা পথ নিরখিয়ে,
রইলাম মনে প্রবোধিয়ে,
হয়না যেন বিন্ধ্যাগিরি, অগস্ত্যের আশয়।

ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

অনেক সাধের সুখে প্রাণ দুঃখ পাছে হয়।
কুজনের কথা শুন সদা এই ভয়।
আমার সে নয় মত, যদি তাহে হও রত,
তবে বুঝে দেখ দেখি, কিসের প্রণয়॥

ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

মনে আছি ছিল প্রাণনাথ পাইব তোমারে।
সদয় হইবে শশী, কাতর চকোরে॥
পুনঃ অনুকূল নাথ, হইবে অধীনে,
হেরিব ও বিধুমুখ, তৃষিত নয়নে,
পুরিবে মনের আশা, দুঃখ যাবে দূরে।
যখন মদন মোরে, করিত দাহন,
কোথা গেলে প্রাণনাথ বাঁচাও জীবন,
এই চিন্তা বিনা আর, না হতো অন্তরে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

এসে নিশীথে সই লো একি হইল।
হেরে মলিন তাপস রূপ নয়ন ভুলিল,
কেন কেন সই আমার মন প্রাণ দহিল॥
যখন পরশীল ও কমল করে,
অধীরা হইলাম অন্তরে রে,
কুসুম মঞ্জরী বিষমরে, কুসুম শর সম মম হৃদে পশিল

সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

তোমার যেমন মন নিশিমতে জানা গেল।
অধরে পীযূষ ময়, অন্তরে যে হলাহল॥
নাহি তব সদান্তর, সদা ভাব স্বতন্তর,
পিরীতি রস তদন্তর শিখায়ে কি ফল হলো॥

কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

কেনলো বিধুমুখী কি লাগি মানিনী।
ইহার কারণ আমি, কিছুই না জানি॥
হরি হরি মরি মরি, মনে আর ভয় করি,
নয়ন সহিত বারি, হেরিয়ে ধরণী।
এলায়ে পড়েছে কেশ, বিষাদিনী হীন বেশ,
তোমার বিরহ শেষ, দংশে মোরে ধনী।
মলিন বদন শশী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনী॥

খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

সখি বুঝেছি পোড়া ফুলশর।
হানিছে হৃদে ফুল শর॥
তাল ভালবাসা, প্রণয় পিপাসা,
মিটিবে অচিরে তোমার সুখের আশা।
হইয়াছে সজনী কাতর॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

এসে বিপিনে সই লো একি হইল।
হেরে নবীন তাপস রূপ নয়ন ভুলিল,
কেন কেন সই আমার মন প্রাণ দহিল॥
যখন পরশিল সৈকমল করে, অধীরা হইলাম অন্তরে
কুসুম মঞ্জরী বিষময়ে, কুসুম শর সব মম হৃদে পশিল।

সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

তোমার যেমন মন বিধিমতে জানা গেল।
অধরে পীযুষময়, অন্তরে যে হলাহল॥
নাহি তব মনান্তর, সদা ভাব স্বতন্তর,
পিরীতি রস তন্তর, শিখায়ে কি ফল হলো।

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন যোগী বেশে ভ্রম এ বিজন কাননে।
না জানি কোন অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রুভঙ্গে ফুল ধনু,
কটাক্ষ কুসুম শরে, কেবা স্থির ভুবনে,
অধরে সুধার রাশি, রেখেছ কি গোপনে।
অমর নগর বাসী, তব প্রেম অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধরে, লয়ে যাই যতনে,
নন্দন কানন মাঝে, সুরগণ সদনে॥

ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

প্রেম সাধ করি। (কি করি,)
মনেরে বুঝাতে নারী, বলগো সহচরি॥
সদত বাসনা যারে,
রাখিতে হৃদি মাঝারে, সে করে চাতুরী।
তিলেক না-দেখা হলে,
আর বাঁচিনে মরি॥

ঝিঝিট——তাল কাওয়ালী।

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন।
হলে কি ও বিধুমুখ হেরিতে মিলন॥
নলিনী হাঁসিবে কেন,
কুমুদী বিরসানন,
এ সুখ অসুখতরে, কায় কি অকণ॥

সিন্ধু——তাল আড়াঠেকা।

আগে কি জানি আমার প্রাণ বিরহে যাবে।
জানিলে এমন রীত কে করিত তবে॥
সুখের লাগিয়ে কুল, মজিয়ে কলঙ্ক হল,
সে সব দূরেতে গেল, এ দুঃখে ডুবে।
তাহার লাগিয়ে মরি, দিছে আপনার বারি,
না হেরে নয়নে হেরি, দেখিলে এবে।
পিরীতি সুখের নিধি, করিয়ে এখন কাঁদি,
অবলা করেছেন বিধি, সহিতে এখন হবে॥

ঝিঝিট——তাল কাওয়ালী।

বিরহ যন্ত্রণা প্রাণ তুমি জানিবে কেমনে।
জানিলে আমি কি সদা থাকিছে রোদনে॥
নানা স্থানি যেই জন, তার কি মন কখন,
মজে কোন থানে——
তারে যেবা দেয় মন সুখী কি কখনে॥

ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

পিরীতি কি রীতি প্রাণ যে করেছে সেই জানে।
অরসিকে রসবোধ, করিবে কি গুণে॥
পরম সুখের নিধি, পিরীতি সৃজিল বিধি,
এরসে বিরস জনে, বুঝিবে কেমনে।

বেহাগ খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

জানি রে তোরে,
যত ভাল বাস প্রাণ রে।
জানাতে হবেনা আর;
জেনেছি তব ব্যবহারে॥
যখন হয় মিলন, যতনে তুষিলে মন,
চাতুরি কর এখন, সে মম কপাল ফেরে।

সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

পিরীতের গুণাগুণ যদি জান সই কারেও বলোনা।
ত্যজিতে না পারি যাহা, তাহার কি শোচনা।
ক্ষণেক সুধা সাগর, ক্ষণে হলাহল শর,
যত দুঃখ তত সুখ, মনে কেনে বুঝনা।
দেখ পিরীতি রতন, পাইয়াছেবেই জন,
ত্যজিতে সংশয় প্রাণ, ফণি মণি দেখনা॥
চক্রবাক চক্রবাকী, দিবসে দোঁহে সুখী,
নিশিতে বিচ্ছেদ দুঃখে, তথাপি ত্যজেনা॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

আমি যারে চাহি সে না রাখে মান।
এমন পিরীতে বল, কিবা প্রয়োজন॥
অতএব এই হয়, দেখ কেহ কার নয়,
আপন বলিব তারে, বাঁচায় যে প্রাণ॥

ভৈরবী——তাল আড়াঠেকা।

বল বরাননী।
(ও ধনী) ধনী রমণীগণের মণি, কনক বরণী।
পতি আশা করি মনে, সত্য কি নব যৌবনে,
হইয়ে যোগিনী,
তথাপি সরোজ সম হইয়াছ গো মলিনী

বাহার——তাল তিওট।

সখী বল হল তাহারে।
যদি কোন ছলে, কিম্বা মন্ত্রবলে,
এখানে আসিতে যদি পারে,
আমি হব তার দাসী, রব দিবা নিশি
এ পোড়া প্রাণে আমার কি করে।
আমার এ নব যৌবন, বিষধর জান,
দংশন করে আমার সলিলে;——
তাহে রতিপতি, দুখ দেও অতি,
যুবতী বাঁচে সদা কেমনে॥

সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

যত ভালবাস রে প্রাণ প্রকাশিলে ভালরূপে।
বিষম চাতুরি করি, মজাইলে বিষকূপে।।
যে মনে হরিলে মন, কোথাও এখন সে মন,
আগে জানিলে এমন, মজিতাম না কোনরূপে।

সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

যে জনে যতন করি সে নহে আপন হয়।
পিপাসায় দিবা রাতি সংশয় প্রাণ রাখায়।।
প্রেম সুখের অঙ্কুর, আশাবারি নিরন্তর,
যতন সেচনী ধরি, সেচন করিলাম তায়।।

ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

না দেখিলে ললনা সই বাঁচিব কেমনে
দিবানিশি সে রূপ পড়ে মনে।।
সতত কাতর প্রাণ, বাঁধিয়াছে মম মন,
বিরূপ হইল মোর, করমের গুণে।

ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল।
তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল।।
সাধিয়ে আপন কাজ, এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল সে লাজ, বিবাদ হইল।।

ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

জানা গেল সে জন যেমন সুজন।
এ জনার যেমন মন, তার নহে তেমন॥
যেখানে করে যতন, যাতনা সৃজন,
ইথে কি পিরীতি থাকে, দুজনে দুই মন॥

ঝিঁঝিট——মধ্যমান।

একি ঋতুকাল কাল এলো (সৈ)।
শঠতা করে ষট্‌পদ, কি আপদ উপজিল॥
মন্দ সমীর সৌরভে, কেমনে কামিনী রবে,
তাহে কুহু কুহু রবে, দুহুরবে প্রাণ গেল॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

বুঝি আবার আমার মজিতে হলো।
কি হাসি হাসিলি ধনী, মন যে হরিলো॥
দেখ প্রাণ রেখ মনে, প্রেমাশ্রিত দীনজনে,
আর কি বধিবি ধনী, খুলিয়ে বলো।

ঝিঝিট খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

এত কি প্রাণে সয় (প্রাণ)।
কহিতে লাজ কত, না কহিলে নয়॥
তাহার সে মন, অতি কদাচন,
দেখা হলে কেবল, বদন ঝাঁপে রয়॥

সিন্ধু খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

তোমারি তুলনা যে প্রাণ, তুমি এ মহীমণ্ডলে।
গগণে শরদ শশী, উদয় কলঙ্ক ছলে॥
কি সৌরভে কি গৌরবে, কে তব সদৃশ হবে,
এ কেবল তোমায় সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজে গঙ্গাজলে।

—

পুরবী।——তাল আড়াঠেকা।

যায় যায় চায় ফিরে সজল নয়নে ঐ।
ফিরাও গো ফিরাও গো উহায়, অমিয় বচনে ও সই।
মুখে তার অভিমান, দূরে গেল মম মান,
অস্থির হতেছে প্রাণ, প্রতি পদার্পণে ঐ॥

—

ভৈরবী——কাওয়ালী।

পিরীতি বিচ্ছেদ দুঃখ কিসে নিবারিব।
ইহাতে উপায় সখী, বল কি করিব॥
সুখ আশে ধন প্রাণ, কোরে তোরে বিতরণ,
এখন পাসরে তারে, কেমনে রহিব॥

—

ভৈরবী।—তাল কাওয়ালী।

বিধুমুখে মৃদু হাসি ভাল বাসি প্রাণ।
বিষাদে প্রমাদ হয় কাতর নয়ান॥
অভিমানী জনেরে কেন, কর এত অভিমান,
বুঝিতে উচিত তারে, এইত বিধান॥

বেহাগ খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

তোর কুহুরে হুহু করে, ওরে কাল পিকবর।
স্বর রূপ শরে মোর, জর জর কলেবর॥
বিরহি জনার পক্ষ, কেমনে বিপক্ষ পক্ষ,
মম এ মিনতি রক্ষ, বাক্যবাণে সম্বর॥
মম প্রাণ চাহে যারে, তাহার কর্ণ কুহরে,
ডাকগে পঞ্চম স্বরে, উচ্চৈঃস্বরে যত পা'র॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

কি কারণ ওহে মন আমার, কর জ্বালাতন হে।
বল কেবা কি বলেছে করি তাই শ্রবণ হে॥
থাক বিরস বদনে, ভাব কেন অকারণে,
কি ভাবনা তব মনে, কেন হেন মন হে॥
কোরনা বিলম্ব ক্ষণ, অধৈর্য্য হতেছে মন,
বলেছে কি প্রজাগণ, বল তাই এখন হে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ——কাওয়ালী।

কত বা মিনতি করে আমারে ভুলালে।
এবে অপরূপ দেখ দেখা না দেও সাধিলে॥
এমন হইবে আগে, কেমনে জানিব,
অমিলে আপন মন কেন বা সঁপিব,
না জেনে এই সে ফলে, ভাসি হে দুঃখ সলিলে॥

ভৈরবী।——কাওয়ালী।

মনে করি ভুলে তারে থাকিব সুখেতে।
না দেখিলে মহে প্রাণ মরি হে দুঃখেতে॥
কি জানি কেমন আঁখি, না দেখিলে সদা দুঃখী,
প্রাণ কহে বল দেখি, করি কি ইহাতে।
নিদয় হইয়ে কেন, চাতুরী করহ প্রাণ,
আপন হইলে তারে, হয় কি ত্যজিতে॥

মূলতান।——তাল আড়াঠেকা।

নয়ন নীরে কি নিভে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি, না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারা জল বিনে তার, সকলি বিফল॥
যবে তারে হেরি সখী, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিভে আনি, অনল প্রবল॥

ভৈরবী——তাল পোস্তা।

তবে আজ আসি রূপসী কাল আসব সময় পেলে।
হয়েছে যে প্রাণের আলাপ প্রাণ গেলে কি ভোলে।
দিয়েছ যে ভার, পরওয়া কি লো তার,
নারিকেল ভিতরে যেমন জলেরি সঞ্চার,
পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের পরে; দুধের উপর চিনি দিলে॥

ভৈরবী।——তাল কাওয়ালী।

এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন।
এখনো হেরিলে তারে কেন রে উথলে মন॥
বিরক্তি ভ্রুকটী রাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখনো॥
চোখের দেখা দেখতে এলে, তাও দেখা নাহি মেলে,
দারুণ তাচ্ছল্য ভাবে, সে করে যে পলায়ন॥
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন॥
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জনক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক, নাহি সাধ অন্য কোন॥

(অশ্রুমতী)

ঝিঝিট খাম্বাজ।——তাল মধ্যমান।

দেখা হলে তারি সনে আমার কথা বোল বোল।
যে যাহারে ভালবাসে তারে কি কাঁদনা ভাল।
আমি মরি যার তরে, সে ভাল বাসেনা মোরে,
তথাপিও আমি তারে, এখনো যে বাসি ভাল॥
যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, সে দূরে কি মম লাগি,
বলো তারে ত রি তরে, তৃষায় ঘেরিবে কাল।
বলো তারে আমার কথা, শুনে যেন পায় না ব্যথা,
আমি মরি কারাগারে, সে আমার থাকুক ভাল॥

সুরট খাম্বাজ।—তাল কাওয়ালী।

তুমি কোরনা ভাবনা প্রাণ সজনী।
তব ভাবনা রবেনা ওলো বিনোদিনী॥
কেঁদনা কেঁদনা, এ দুঃখ রবেনা,
পোহাইবে দুঃখ নিশি তিমির রজনী॥
তুমি রমণীর মণি, পাইবে হে গুণমণি,
ভাসিবে সুখ সাগরে, ওলো সোহাগিনী॥

সুরট খাম্বাজ।——তাল কাওয়ালী।

আমি তারে চোখের দেখা দেখে আসি।
যারে প্রাণের অধিক ভাল বাসি॥
উচাটন হয় মন প্রাণ দিবানিশী,
না হেরে তার মুখশশী॥
একে অবলা নারী নাহি পারি যেতে,
সেকি সখী একবার না পারে আসিতে,
বিধুমুখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ--তাল আড়খেমটা।

কথা শুনে সরমে মরে যাই, ছিছি একি লো বালাই
কোন প্রাণে চন্দ্রাননে, মাখাবিলো ছাই॥
করেছিলে যেমন পণ, সুখে কর কাল যাপন,
পেয়েছ বর মন মতন, সন্ন্যাসী গোঁসাই॥

মূলতান—তাল কাওয়ালী।

এই বাঁধিয়া দিলাম কবরী।
কিবা চাঁচর চিকুর শোভে মরি মরি॥
নীলাম্বর মাঝে যেন শরতের শশী,
তেমতি আননে তব শোভিছে সুন্দরী॥
আসিয়ে তোমার পাশে ওগো অলেশ্বরী,
মোহিত হবেন নাথ, হেরিয়ে মাধুরী॥

খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

আহা কি বলিব সখীরে সেই কালারে।
অবলায় একি প্রেমদায়—
মজাইল আশা দিয়ে, ভাসালে প্রেম পারাবারে॥
নিশিথ নিশিতে নিকুঞ্জ কাননে,
বংশীরবে আসি সবে কালা দরশনে,
কালা অতিশয় নিদয় কুটিল মনে,
সুখ সাধে বাদ সাধে সাধের রাধারে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

ঐ দেখা যায় বাড়ী আমার,চারিদিকে মালঞ্চের বেড়া
ভ্রমরাতে গুণ গুণ করে, কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে, আনন্দিত কুসুমবনে,
আমার ঐ ফুল বাগানে, তিলেক নয় বসন্ত ছাড়া॥

বাগেশ্রী——তাল আড়াঠেকা।

এমন সময় প্রাণনাথ রহিলে কোথায় হে।
ভ্রমরা ঝঙ্কার শুনি, পরাণ বিদরে হে॥
আইল ঋতু রাজন লয়ে নিজ সৈন্যগণ,
কে রাখে তার সম্মান বিহানে হে॥

ঝিঁঝিট——কাওয়ালী।

আমি কি জানি প্রাণ অন্তর অন্তরে।
কি আর বাহিক জানি তোমার অন্তরে॥
দিবা নিশি প্রহছ তুমি আমার অন্তরে,
অন্তর অন্তর হলে, জানিতে অন্তরে॥

ঝিঁঝিট——তাল কাওয়ালী।

না দেখে হয় প্রাণ কত কি মনেতে।
অনেক জনের আশা, আছয়ে তোমাতে॥
তিলেক তোমার রোষ, মরি হে ভয়েতে,
কি জানি নিদয় হও, না পাই দেখিতে॥

বাগেশ্রী বাহার—তাল আড়াখেমটা।

কারে কব দুঃখের কথা মনে ব্যথা মনই জানে।
অবলা সরলা বালা কতই জ্বালা সহে গো প্রাণে॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি,
[illegible] প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি যায় রোদনে

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

অনেকের প্রিয় সে আমারে প্রিয় বলিবে কেন।
এমন বাসনা কেবল যন্ত্রণা, সদা জ্বালাতন॥
নয়ন নীরেতে ভাসি, ভাবি তারে দিবানিশি,
আমার এ কাজ, সেত অলিরাজ, তার কি কথন॥

ললিত——তাল আড়াঠেকা।

দেখিতে দেখিতে কোথা লুকাইল ওলো সখী।
আঁখি পালটীতে পুনঃ তারে আর নাহি দেখি॥
ক্ষণে দরশন আঁখি, অনিমিষ হয় আঁখি,
তৃষা অতিশয় হয়, মনে বুঝে দেখ দেখি॥

বারোঁয়া——তাল ঠুংরী।

অধরে অঞ্চল ঝাঁপিয়ে; আজু কেন লো প্রিয়ে।
আছে রবী প্রকাশিত, মুখ কমল মুদিত,
শশী যেমন রাহুগ্রস্ত, ধনী আছ বসিয়ে॥
আছ মৌনবতী অতি মৌন হয়ে॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

আর কি হে প্রাণনাথ যাইতে পারে লো সখী।
বান্ধিয়াছি প্রেমডোরে রক্ষক তার আঁখি॥
হৃদি সরোজ ভিতরে, লুকায়ে রেখেছি তারে,
বাহির কি করি আর, বুঝে দেখ দেখি॥

সুরট—তাল কাওয়ালী।

আমি হে প্রাণ তোমার বুঝেছি মনের মত।
নহে কি সকলাধিক যতন কর কি এত॥
না দেখিলে জ্বালাতন, দেখিলে হরিষানন,
যে রূপ যতন কর, কথায় কহিব কত॥
মন দিয়ে পেলে মন, হলো ইথে লাভ জ্ঞান,
এমন সুজন সনে, থাকিতে সাধ সতত॥

খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

দুঃখিনীরে দুঃখ নীরে।
দিয়ে বিসর্জ্জন প্রাণ কোথায় লুকালে॥
আমারে করে বঞ্চন, কোথা রোইলে প্রাণধন,
দেহ আসি দরশন দয়াকরে।
না হেরিয়ে তব মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
প্রাণ রাখ অধিনী বলিয়া হে॥

পিলু খাম্বাজ—তাল খেমটা।

বিচ্ছেদের এত দুঃখ জানিনে স্বপনে।
ভাল বেসে তারে এই হইল,
তাহারি ভালবাসা ভুলিব কেমনে॥
কেন প্রেম নিধি, সৃজিল বিধি,
সদা জাগিছে রূপ, আমারই নয়নে॥

খাম্বাজ—তাল খেমটা।

ওহে বঁধু হে প্রভাতে কেন এলে।
বল কি বলে ছিলে—
সে সব কেবল কথার কথা, কোথায় নিশি (রাধানাথ)
কোথায় নিশি পোহাইলে।।
শ্যাম তোমার লাগী, রাই অনুরাগী,
ও শ্যাম দোষের ভাগী, এই রজনী জাগি,
সব সখী মিলে, বন ফুল তুলে,
মালা গাঁথিলে শ্যাম তোমারি গলে, দিবে হে বলে,
বঁধু তুমি না এলে, দিয়ে যমুনার জলে,
মালা ভাসায়ে দিলে।।

ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

আঁখিতে কি ফল তার বল যে না দেখে তায়।
রূপেতে বিরূপ রতি, যার তুলনায়।।
ঘন জিনি কেশ ধরে এলাইত হলে পরে,
চিকণ চিকুর থাক, চরণে লোটায়।
সে অঙ্গের নাহিক তুল, নহে কুল নহে ফুল,
হেরিয়ে কনক লতা, লাজেতে লুকায়।।
তার মাঝে মুখ চাঁদ জিনি শরতের চাঁদ,
দিবা নিশি সম শোভে, বিমল শোভায়।।

সুরট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

জেনেছি জেনেছি সখী মনগত ভাব তোমার।
কেন প্রবঞ্চনা কর, আমারে আজি বারম্বার॥
হইলে আমি বিদায়, হবে তোমার সুখোদয়,
আসবে পতি রসময়, প্রেম সাগরে দিবে সাঁতার॥
না দেখিয়ে প্রাণ পতিকে, যাবেনা এস্থান থেকে,
থাকগো২ সুখে, দুঃখ দূরে যাবে এবার॥

ঝিঁঝিট——তাল কাওয়ালী।

গিয়ে সখী যমুনার কূলে।
হেরিলাম কালশশী কদম্বের মূলে॥
মরি সে মোহনরূপ, জগতে অতি অনুপ,
নিরখি নাগর ভূপ, কালি দিলাম কুলে॥
শুনিয়ে মধুর বাঁশী, মন হইল উদাসী,
কেমনে ভবনে আসি, মন প্রাণ গেল ভুলে॥

খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

মরম বেদনা সখী দিয়েছে সে আমারে।
এতোধিক হবে শেষে ভাল বেসে তাহারে॥
কেন তারে হেরিলাম, কেন প্রেম করেছিলাম,
কেন মন মজাইলাম চিনিনেকো যাহারে,
এখন সে মনি ধরে, আঁখাত ধরে অন্তরে॥

মূলতান——তাল আড়খেম্‌টা।

আমি কার কাছে বুড়াব।
এমন মন মত ধন কোথায় পাব।
আমার এ নব যৌবনে, প্রতিবাদি কত জনে,
তেবে আর বাঁচিনে প্রাণে, নগাগুণে,
অরসিকে প্রাণ সপে কি মান খোয়াব॥

সাহানা——তাল কাওয়ালী।

পার যদি যৌবন শঙ্কটে বাঁচাতে।
তবে এ জনমের মত বাঁধা রব তব প্রেমেতে॥
পতির লাগিয়া সতী হতেছি ব্যাকুল,
হায় বিধি কত দিনে, ফুটাইবে ফুল,
আজি কাল করে বয়স গেল,
যায় যাবে কুলমান, রবনা আর গৃহেতে॥

কালাংড়া——তাল খেম্‌টা।

যদি বুক ফেটে যায় প্রাণ সজনী,
তবু মুখ ফুটে বল্‌ব না।
ইসারাতে জানেয়ে যাবো,
রসিক হয় তো যাবে জানা॥
সাগরে কামনা করে, এবার পুরুষ হব মোরে,
সকল দুঃখ যাবে দূরে, মনের বেদনা॥

পরজ বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

যারে কোকিলে আমার প্রাণপতি যে দেশে ॥
এম্নি করে সে নাগরে ডাক্‌বি মনের উল্লাসে ॥
আমি নারী প্রাণে মরি মদনের তরাসে,
এ বসন্তে প্রাণ কান্তে, এনে দেরে কোকিলে,
তোর স্বর, শুনিলে পর, রবেনা আর বিদেশে ॥

সিন্ধু——তাল আড়াঠেকা।

আর আমি সহিতে নারি তোমার বিচ্ছেদ জ্বালা।
রমণীর কঠিন প্রাণ, সওয়া আছে সব জ্বালা ॥
মনে করি স্বর্ণ তারে, গাঁথাইব স্বর্ণ হারে,
হৃদেতে রাখিয়ে তোমারে, নিভাব মনের জ্বালা।
শুন ওলো বিধুমুখী, ঘুমালে স্বপনে দেখি,
জাগ্রতে হেরি যেন, করিতেছ কত খেলা ॥

কালাংড়া——তাল কাওয়ালী।

অলেপ নারীর অন্ত পাওয়া ভার, কি কব আর;
মনের মতন মন যোগাতে, অস্থিচর্ম্ম হলো সার ॥
এম্নি করে ভক্তিভাবে, পূজলে পরে ইষ্টদেবে,
ইষ্ট সিদ্ধি হইল এবার, পরকালে পার,
হায় কি কব প্রিয়ে, নারীর ব্যবহার,
শব সাধনরে বাড়া হলো, হায় কি দেখি চমৎকার ॥

ঝিঁঝিট——তাল পোস্তা।

নারী নাশক বিশ্বাস ঘাতক পুরুষ কঠিন প্রাণ।
স্নেহ হীন পুরুষের দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ॥
প্রথম মিলন কালে, ভোলায় কত কথা বলে,
পরে সে যে থাকে ভুলে, স্বকার্য্য হলে,
নারীর সর্ব্বস্ব হরে কলে কৌশলে,
শেষে দোষী কোরে পলায় ফেলে,
তুলে কলঙ্কের নিশান।
তেমন হলে নারীর প্রাণ, ভোলেনা পুরুষের ধ্যান,
গর্ভবতী সীতা রাম দিলেন বনবাস.
দনয়ন্তী দুঃখের কথা বলেতে প্রকাশ,
মহারাজ ইচ্ছা করি, পথ শ্রা ন্ত কাতর প্যারী,
এনো কাঁধে করি, বলে হরি হলেন অন্তর্ধান॥

——

কালাংড়া——তাল কাওয়ালী।

মিষ্টি ভাষী দৃষ্টি হাসি অবিশ্বাসী নারী।
সোহাগের সামগ্রী বটে বিচ্ছেদের কাটারী॥
নারীর মন পাওয়া ভার, উন্মত্ত এ ত্রিসংসার,
নারীর পদতলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারী,
মান ভাঙ্গলেন ভগবান নারীর পায়ে ধরি——
নারীর জন্যে কীচক মলো, রাবণ নির্ব্বংশ হলো,
আমি কি আর বুঝিব বল নারীর ছল চাতুরী॥

——

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

সহেনা সহেনা সখী দুরন্ত বসন্ত জ্বালা।
চল সখী কুলত্যাগী অকূলে দিই প্রেমমালা॥
বিলায়ে যৌবন ডালা, ঘুচাব দেহের জ্বালা,
করিব আজ প্রেমখেলা, প্রেম তুফানে ভাসিয়ে ভেলা

পিলু বারোঁয়া—তাল ঠুংরী।

প্রেম রতনে যতনে রাখি বলে।
ননদী নাগিনী, বিষম রাগিণী, কত কথা কয় ছলে॥
তাইগো সজনী, দিবস রজনী,
ভাসি নয়নেরই জলে॥

পিলু—তাল জৎ।

বিধি যদি তোরে বিরলেতে পাইরে।
একলা শোয়ার কত মজা তোমারে দেখাই রে।
সকলেরই কোল ভরা, আমি শুয়ে গণি তারা,
তারা কি তোর বাবা খুড়া, আমি কি কেউ নইরে॥

বারোঁয়া খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

প্রাণ সোঁপে যে এমন হবে তাও তো জানিনে।
ভাল বেশে অবশেষে প্রাণে বাঁচিনে॥
জান্‌তেম যদি এমন হবে, অমৃতে গরল রবে,
তা হলে কি ভুলি কভু নারীর ছলনে॥

ঝিঁঝিট——তাল কাওয়ালী।

পিরীতি সমান নিধি কোথা আছে আর।
এ ধন যে পাইয়াছে দুঃখ কি তাহার॥
লাজ ভয় কুলশীল, তাহার সকলি গেল,
মান অপমান সম, ভাব হে যাহার॥

ঝিঁঝিট——তাল কাওয়ালী।

পিরীতি রতন নিধি পাইল যে জন।
তাহার মনের মত না হবে কখন॥
দুঃখেরে করিয়ে কোলে, ভাসায় সুখ সলিলে,
অনল শীতল হয়, তাহার তখন॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ——তাল আড়খেমটা।

এ জনমের সঙ্গে কি সই, জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে, এ সাধ মোর পুরাইবে॥
বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ,
আমারে আবার যেন, রমণী জনম দিবে॥

সিন্ধু ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

ওহে গুণমণি আর কি তোমার আছে তেমন রঙ্গ।
প্রিয়ের সম্ভাষণে, তুষিবে মম মন॥
আগে মম মন, মজাইলে
ও নিজ মন, না দিলে প্রাণ ধন॥

ঝিঝিট——তাল কাওয়ালী ।

মন সাধ মনে রহিল ।
যাই তবে স্বস্থানে আমায় বিদায় দাও লো ॥
যাই হবে মানে মানে, কি আছে লো কার মনে,
দিনমণি গগনে, প্রকাশ হলে ।
থেকে ধনী মানে মানে, চাও প্রফুল্ল নয়নে,
যে ভাল বেসেছে প্রাণে, সেই ভালর ভাল ॥

কালাংড়া——কাওয়ালী ।

রমণীর মন সরল যেমন আছে ঢাকা কার ।
পুরুষের মন চুরি করে, এইত ব্যবহার ॥
নারীর প্রেমে মজে কত, মহারাজার রাজ্যহত,
বলবুদ্ধি লোপা, পণ্ডিত হল সবাকার,
যে পড়েছে নারীর প্রেমে তারি এই খোয়ার,
তাই বলি প্রেয়সী নারীর প্রেমে নমস্কার ॥

ইমন কল্যাণ—তাল চিমেতেতালা ।

পিরীতি যে জানে সে কেন করে না ।
সে বিনে আমারি মনে আর ধরে না ॥
আঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
তারি মনে মন দিতে সবাই মন আকিঞ্চন,
যতন করিয়ে তারে যাচনা ॥

কালাংড়া——তাল কাওয়ালী।

যা বল সকলি ভাল এত ভাল নয়।
অবলারই সরল প্রাণ সর্ব্বদা সংশয়॥
পুরুষের নাহি ধর্ম্মজ্ঞান, প্রথমে বাড়ায় মান,
স্বকার্য্য উদ্ধারি শেষে করে অপমান,
হয় না হয় সত্যতামার দেখ সপ্রমাণ,
দর্প চূর্ণ করেন হরি, তাও কি প্রাণে সয়॥

——

কালাংড়া——তাল কাওয়ালী।

প্রাণ দিয়ে তোমারই মন পাইনে বিধুমুখী।
অন্যের কাছে থাকি সুখে তোমার কাছে অসুখী॥
যদি পাও আমার সাড়া, সাড়াতে হও পাড়া ছাড়া,
ওলো সুন্দরী——
অন্যের কাছে হও গিয়ে প্রাণ রসিকা নারী,
আমার কাছে এলে পরে কথাতে হও কচি খুকী॥

——

অংলা বাহার——তাল আড়খেম্‌টা।

একে বিদেশী তায় ভালবাসা জীবনের জীবন।
কোথায় হলো অদর্শন॥
বঞ্চনা করিয়ে আমায়, গেল সে কোথায়,
না হেরে তার বিধুবদন প্রাণ জ্বলে যায়,
খুঁজে প্রেম নগরে ঘরে ঘরে পাইনে অন্বেষণ॥

——

মূলতান——তাল কাওয়ালী।

কি ফুল ফুটেছে মজার তারিপ বাহওয়া কি বাওয়া।
সৌরভে প্রাণ আকুল হয়,লাগলে গায়েফুলের হাওয়া
যাঁথি যুথি সেফালিকে,
সেউতি গোলাপ পাট মল্লিকে,
বেলের কুড়ি তুলে তে গিয়ে,
ভুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া।
যারা ছিল উচুডালে; নাগল পাইনা হাত বাড়ালে,
বিকসিত অপরাজিতে ॥
সব সময়ে যায় না পাওয়া ॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

তারে ভাল বেসে আমার প্রাণ গেল।
কেন মন মজাইল, দিবানিশি জলতে হলো ॥
প্রথম মিলন কালে, প্রেমফাস পরাইলে,
অবশেষে প্রাণ বধিলে, এ কি জ্বালা ঘটিলো ॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

নাথের বিরহ জ্বালা, সহিতে না পারি আর।
গরল খাইয়া সখী প্রাণেরে করি সংহার।
কি হলো প্রাণ সজনী, বুঝি হলেম অনাথিনী,
আগেতে নাহিক জানি, হলো বাঞ্ছা পূর্ণ বিধাতার ॥

ললিত——তাল কাওয়ালী।

ঐ পোহাল রূপসী নিশি।
মন দুঃখ মনে রহিল বিদায় দাও এক্ষণে আসি॥
চোরে চোরে কুটুম্বিতে, আসা যাওয়া রেতে রেতে,
রাত পোহাল প্রভাত হলো, ফুরিয়ে গেল হাসি খুসি
দিবাচর যত সমস্ত, নিশিতে ছিল নিরস্ত,
সবাই হলো স্বস্ব ব্যস্ত, অস্তগত গগণ শশী॥

——

কালাংড়া——তাল একতালা।

অন্তরে হেরিলে ভেবে কিছু থাকে না অন্তরে
প্রতিক্ষণে অদর্শনে জ্বর জ্বর করে॥
আকাশেতে দিনমণি, সরোবরে কমলিনী,
মনে মনে ভাল জানি, তৃষ্ণানলে পুড়ে মরে।
দেহে মাত্র প্রাণ আছে, লোক দেখান মিছে মিছে,
মন বাঁধা তোমার কাছে, রেখেছি প্রেম করে॥

——

কালাংড়া——তাল কাওয়ালা।

আজি প্রিয়ে বিধি প্রণয়ে প্রতিবাদী।
অন্যে কি জানিবে বল গোপনে কাঁদি॥
দিবসে তস্করের বেশে, থাকি মালিনীর বাসে,
প্রকাশে পাছে শত্রুকুল হাসে,
কি জানি কি কর্ম্মদোষে হলেম অপরাধী॥

——

কালাংড়া——তাল একতালা।

পুরুষ যেমন ভাল সরল তা জানি।
ধর্ম্ম জানে মর্ম্ম ব্যথা নারী পরাধিনী॥
পুরুষ পরের বলে, মান্য রমণী মণ্ডলে,
নারী হলে হতো কুলে, কুল কলঙ্কিণী।
নিত্য নূতনে বাসনা, পুরাতনে করে ঘৃণা,
প্রবঞ্চনা প্রতারণা, শঠের শিরোমণি॥

বেহাগ——তাল কাওয়ালী।

বিশেষ কাতর মনে আছি আমি এইক্ষণে।
এ সময়ে জ্বালাতন, কর কি অন্যে বচনে॥
মনে থাকিলে অসুখ, কৌতুকে না জন্মে সুখ,
উদয় অসীম দুঃখ, হইয়াছে মম মনে।
সুস্থ হলে বিধুমুখী, করো যাহে হবে সুখী,
তাহে হইব না দুঃখী, তুষিব তোমার যতনে।

পিলু ভৈরবী——তাল খেমটা।

আমি দুঃখিনী মালিনী আর আমার কে আছে।
সাজায়ে সাজি ডালা রাজভবনে দুবেলা,
যাওয়া আসা করি সদা, রাজ নন্দিনীর কাছে।
মল্লিকে মালতি জাতি, শেফালি বকুল যুথি,
সুগন্ধি গোলাপ যত, মালঞ্চেতে ফোটিছে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

সদা মন আগুণে আমার দহিছে জীবন।
দারুণ হুতাশন না হয় নিবারণ,
যেমন বাড়বানল জলে সর্ব্বক্ষণ॥
দেহ দগ্ধ নিরন্তর ব্যথিত সদা অন্তর,
কে করিবে দুখান্তর, ভাবি তাই তখন।
কোথা ওহে সর্ব্বময়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
দেহে কেন প্রাণ রয়, ভাবি তাই এখন॥

কালাংড়া——তাল কাওয়ালী।

গেল সুদিন কুদিন তোমার বিধুবদনী॥
শুনে হাসি পায় মরি গো লজ্জায়,
কাল প্রভাতে হবে নাকি সন্ন্যাসিনী॥
অনাহারে উপবাসে, পূজে ছিলে কিত্তিবাসে,
ভাল কির্ত্তি রাখলি শেষে, ধন্য লো ধনী॥

কালাংড়া——তাল একতালা।

জানি গত ভাল বাস কেন শঠতা প্রকাশ।
হৃদে বিষ মুখে মধু কাষ্ঠের হাসি হাস॥
কথাতে তোষ হে মন, বাক্যে সুধা বরিষণ,
কাজে সরল নয় তেমন, দোষ দোব কাহার বল,
পুরাও অভিলাষ।

কালাংড়া——তাল খেম্‌টা।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারি হেন কে যাইবে সঙ্গে॥
ভাসলো তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
গগণে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কুল ত্যজি এলেম কেন, মরিতে আতঙ্কে॥
মনে করি কুলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কুলেতে কন্টক তরু, বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু দিলনা পদ, তরণীর অঙ্গে॥

—

সুরট——তাল একতালা।

কি কব শাকবদনে!
কি কষ্ট তোমা বিহনে, মনে তাহা আজ,
জাগিছে মম মনে॥
তব অদর্শন বিরহ শূল, যাতনা যে তাতে নহে সে তুল
দিবানিশি মন ছিল ব্যাকুল, গেছে কি দুঃখ মনে।
চাঁদ বদনা কি যে সেভাবনা, জাননা তুমি বিরহ বেদনা
হইত মনে আর পাব না, জানকী প্রাণধনে—
তুমিত ধনী সদা সুখমনে, থাকিতে হরিষ অশোকবনে,
ভ্রমে ভুকে চন্দ্রাননে, ভাব নিয়ে প্রিয়জনে॥

—

বেহাগ——তাল একতালা।

সখী রে আমার ধর ধর।
উরু নিতম্ব হৃদি পয়োধর,
ভার ভূমেতে চলিয়ে পড়ি গো॥
চাতকিনী যেমন ধায় বারি পানে,
তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নব জলধরে না হেরে নয়নে, হতেছি অস্থির।
ঘোর তিমিরা রজনী সজনী,
কোথাও না জানি শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী, কাল হইল মোর॥
ছিলাম অন্য মনে বেণী রব শুনে,
কেন বা আইলাম এ নিবিড় বনে,
উহু মরি মরি বাজিছে চরণে,
নব নব কুশাঙ্কুর।
মদন তাড়ন করে ঘন ঘন,
তাহে চমকিত চরণ জঘন,
খসিয়া পড়িছে কটির বসন,
শ্যাম প্রেমেরি ভরে॥
যৌবন মদ নারীর বিপদ;
প্রেমেরি পুলকে করে গদ গদ,
তাহারি কারণে না চলিছে পদ,
চলিতে গতি মন্থর॥

কীর্ত্তন——তুক্ক্সুর।

সিন্ধু কুলে রই, নূতন তরী বই,
পারে তোরা কে যাইবি গো।
নূতন ডিঙ্গায়, নূতন মাঝি,
পারে তোরা কে যাইবি গো।
দান দিবে যেই, পার হবে সেই,
দান দিযে কে যাইবি গো।
ঐ দেখ বয়, মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাইবি গো॥
তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে যাইবি গো।
যদি পথিক পাই, কুল ত্যজি যাই,
অকুল মাঝে কে যাইবি গো॥
পাইলে তুফান, আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো॥

সারঙ্গ——তাল কাওয়ালী।

বিধুমুখ মলিন কি দুঃখে।
পীযুষ সম হাসি নাহি কেন দেখি শ্রীমুখে॥
ঝরিছে ঝর ঝর তব আঁখি যুগল,
রবি বিরহে যেন কমল,
হাসে কমলে সতত অসুখে॥

সোহাগ—তাল একতালা।

না পুরিতে সাধ বিষম প্রমাদ,
হরিষে বিষাদ হইল ঘটনা ॥
থাকিলে স্ববশে, পর প্রেমরসে,
মজে নিজ দোষে, দোষি হইলেন শেষে,
পোড়া লোকে হাসে অপযশ ভাসে,
হলো একি বিড়ম্বনা।
গেল কুলমান হলেম অপমান,
এখনও দেহে কেন আছে প্রাণ,
পর কি আপন হয় কি কখন,
বৃথা সে প্রেম বাসনা—
ত্যজি গুরু জন আর পরিজন,
কেন অকারণ সহিব গঞ্জন,
বরঞ্চ জীবন দিব বিসর্জ্জন,
লাজ ভয় ত্যজিবনা।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

সাধিলে করিব মান কত মনে করি।
দেখিলে তাহার মুখ, তখন পাসরি ॥
মম পাশে নহে আঁখি, আর না হইব সুখী,
দরশনে চক্ষু পুনঃ, অধিনী তাহারি ॥

খাম্বাজ——তাল একতালা।

বলোনা বলোনা আমারে বলোনা,
যাইতে যমুনার জলে।
কি জানি সখি কিবা প্রয়াসে,
পথে যেতে শ্যাম নিকটে আসে,
আভাসে আভাসে সে ভাবে কি আশে,
হুতাশে পদ না টলে।
স্বজন সুজন আর পরিজন, বিনয় বচনে বলে,
কি জানি সখী সদত অসুখী তনু জ্বলে দুঃখানলে,
আমি রমণী রাজারি কন্যা,কুলেমানে শীলে অগ্রগণ্যে
ছিছি ছিছি সখী কিসেরই জন্যে,এতছলা কালা ছলে।

যোগিঞা——তাল মধ্যমান।

গেলনা কেন প্রাণ সইরে তারি বিচ্ছেদে।
অনঙ্গেরি অপমান, কতই সহিব প্রাণ,
দারুণ বিচ্ছেদ বাণ, প্রবেশিল হৃদে॥

পিলু খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

তবে চলো সখি চলো এখন।
ভ্রমণ করিতে যাব সে নন্দন কানন॥
ফুটে ফুল সরোজিনী, হেরে ইন্দু দিনমণি,
বাহন মুরলী তব, আলো করিয়াছে বন॥

সারঙ্গ——তাল কাওয়ালী।

মন সুখ সাগরে ভাসিল।

সখীরে এত দিনে, কুমুদীর শশী বুঝি উদিল।।

শুষ্ক তরুলতা প্রাণসখী যেমন, বসন্ত কালে পায় জীবন,

মোর তেমন প্রাণ সঞ্চারিল।

বাড়িল দ্বিগুণ আশা পতিসহ মিলনে,

ফুটিল কুসুম হৃদি কাননে,

মৃদু পবনে সৌরভ ছুটিল।।

বসন্ত বাহার——তাল আড়াঠেকা।

বসন্তে শোভিছে কিবা যত বন উপবন।

মুঞ্জরিছে তরুলতা, গুঞ্জরিছে অলিগণ।।

কুহরে কোকিলগণ, শিহরে জীবন মন,

বিরহে বুঝি মদন, এ নিকুঞ্জে অনুক্ষণ।

ফুটিছে কুসুম হায়, ছুটিছে সুবাস তায়,

বহিছে মলয়া বায়, দহিছে বিরহি জন।।

বেহাগ——তাল যৎ।

শশী বুঝি ভূমে উদিল।

আরে সখী একি যন্ত্রণা হলো।

ও বদন চাঁদ, মৃগ ধরা ফাঁদ,

নারী হয়ে নারীর মন হরিল।।

ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

হইয়াছে বিধি অনুকুল গো।
অকুল সাগরে সখী নিরখিবে কুল গো॥
ঘুচিবে সন্তাপ তব পাবে মন মত ধন,
ফুটাইল বিধি তব, বিবাহেরি ফুল গো।
দূরে যাবে ক্ষোভ ক্ষুধা বিধি দিবে বিধুসুধা,
চকোরিণী তুমি ধনী, শোভিবে অতুল গো॥

সুরট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

কেন তাপিত কর সখী প্রাণ মন।
ধৈর্য্য ধর মনে, চারু বদনে,
কেন লো বিষাদ নীরে হওলো মগন॥
কমল বদন তার, সহিতে না পারি আর,
অন্তরে বিদরে হেরে ও মুখ মলিন॥

পিলু——তাল যৎ।

আজি গো সজনী তোমার সাজাইব যতনে।
যেখানে যা শোভা পায়, সেই সেই রতনে॥
বেঁধে দিব কেশপাশ, ওগো চন্দ্র বদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব, সচকিত নয়নে।
পরাব চিকণ মালা, গেঁথে নব প্রসূনে,
শোভা হেরে রতিপতি পড়িবে চরণে॥

হাম্বীর——তাল একতালা।

পাবে স্বামী ধনে।
সইলো রবেনা ঘুচিবে যাতনা, সুখী হবে জীবনে।
আগে বিধাতা পুরুষ রতন, পরে করে রমণী সৃজন,
কেন ধনী অনুক্ষণ, ভাব অকারণে॥
থাক দুদিন ধৈরজ ধরিয়ে, মন মত পতিরে লইয়ে,
মন প্রাণ মিলাইয়ে, রবে দুই জনে॥

ঝিঝিট——তাল মধ্যমান।

আজি কি লাগি প্রাণ, ডাকিছ আমারে।
হেন কি হে সাজে, পুরুষ সমাজে,
কুলবতী লাজ ত্যজি, আসিতে কি পারে॥
তুমি দিনমণি, আমি হে নলিনী,
তবমুখ ভাব শুনি, নারীকু রহিতে ঘরে॥

সিন্ধু খাম্বাজ——তাল আড়াঠেকা।

এমন কোরে প্রাণ জ্বালাবে আমারে কতবার!
অধীনে সদয় হলে, কি ক্ষতি আছে তোমার॥
তোমার পিরীতে নাথ, যে দুঃখ পেয়েছি কত,
কহিতে সে দুঃখ হয়, পাষাণ বিদার।
এখন কি করি বল, উপায় আমারে বল,
সঘনে বরিষে দেখ, নয়ন আমার।

বেহাগ খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

ও সখী হেরে প্রাণ বিদরে।
কমলিনী বাসবিনী পড়ে ধরা উপরে॥
যে দুখ মনে সহে কেমনে, প্রাণ দহে বিরহাগুনে,
হেরিয়ে নয়নে দেবগণে, মগ্ন হবে শোক সাগরে।

বারোঁয়া——তাল ঠুংরি।

প্রকাশিয়ে বল না বল।
অনুভাবে বুঝা গেল॥
সুবর্ণ যে বর্ণ ছিল, কি তাপে মলিন হলো,
কেন হেন হেরি তব মন চঞ্চল॥

সুরট——তাল কাওয়ালী।

না বুঝিয়া প্রাণ কেন কর এত অভিমান।
তোমার অধিক কারে আমি করিছে যতন॥
ভুলিলে জ্বলে আপনি, শীতল নহে সে জানি,
ঘুচাইয়ে ভ্রম দেখ, মমেম সমান প্রাণ॥

খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

কোথা চলিলে প্রাণনাথ ত্যজি এ দাসীরে।
একাকিনী আমি কেমনে রব ঘরে॥
করি হে মিনতি, ধরি হে চরণে,
রাখ যুবতীর মান, প্রাণনাথ মাথার কিরে॥

ঝিঁঝিট——তাল কাওয়ালী।

শুন হে মহারাজ, নিবেদন করি।
আমি কোকিল মজাই অখিল, যদি কুহুস্বর ধরি।
বিরহি হয় জর জর, ভয়ে কাঁপে থর থর,
বলে সখী সর সর, ধর ধর প্রাণে মরি॥

মূলতান——তাল খেমটা।

চল তবে চল সখী লয়ে তথা নটবরে।
দেখিব কেমন করে শ্যাম রাধার পায়ে ধরে।
মনে রবে মনের আশা, অমনি হবে ফিরে আ—
কমলিনীর মানানল সাধ্য কি শ্যাম এখন হরে॥

খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

আমি যে প্রাণ তোমারে বাসি ভাল।
কথা কহিয়ে কর প্রাণ শীতল॥
পাতিয়া ফাঁদ, ধরিব চাঁদ,
আমার মন আশা, মনে রহিল॥

সুরট——তাল কাওয়ালী।

কে পারে সহিতে দুঃখ যাকে ধরিয়ে তা।
মন যে দুখ, কি দুখ সে দুখ, এখন বলি বল তা
ওলো বিধুমুখী, তুমি সুখে সুখী;
হলে দুখেতে দুখী, দুঃখিনী জানি আমা॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

কহনে না যায় সখী তার কত গুণ।
রাত্র দিন প্রাণপণে, করে যারে মন॥
হরির বিষাদ দুই, বিচ্ছেদ মিলন,
দুয়ের বাহিরে রাখে, সে জন এমন॥

সিন্ধু খাম্বাজ——তাল আড়াঠেকা।

হেরিলে চমকে চিত বিচ্ছেদের ভয়েতে।
না দেখিলে ঝরে আঁখি, মরি আমি বিরহেতে
বিষম হইল মোরে, এ কথা কহিব কারে,
ইহার উপায় বিধিকে, বুঝাই বিধি মতে॥

মুকুতা——তাল ঠুংরী।

কোথা হে প্রাণের জীবনান্ত কালে॥
অবলা সরলা মরিল অনলে॥
ছিল সাধ মনে, তোমার মিলনে,
ভাসিব দুজনে, সুখ সিন্ধু জলে।

বিভাস—— তাল কাওয়ালী।

প্রিয়ে মান ত্যজ ধরি দুটি পায় হে:
সুখের যামিনী ধনী বিফলেতে যায় হে॥
ঐ দেখ সুখ তারা, যামিনী হইবে হারা,
শশীর সহিত তারা, ভয়েতে লুকায় হে॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

অবলা সরলা অতি প্রাণ শঠতা কি সহে।
তপন কিরণ দেখ, কমল না দহে॥
সুজনের এই রীত, তোষে তারে যে যে মত,
বিশেষ অধীনে কেহ, বিরূপ না কহে।

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

যার উচিত বিপরীত তারে চিত দিওনা মন॥
অকালের শীত খলের পিরীত, যেমন ঐ জলের লিখন।
যে জন এঁচোড়ে পাকা, তার মধ্যে কি প্রেম রাখা,
যেমন পেতনীর হাতে শাঁখা, থাকেনা সদা সর্ব্বক্ষণ॥

সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

তুমি যদি ভাল বাস প্রাণ আমায় মনেতে।
তবে কি বিচ্ছেদ হয়, এ জীবন থাকিতে॥
প্রতিবাদী হলে পরে, পরে কি করিতে পারে,
ভানু থাকে লঙ্কান্তরে কমলিনী জলেতে॥

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

হায় প্রেমে ক্রমে ক্রমে হলো আমার বুদ্ধিহত।
সে কেন ত্যজিল্ আমার, হয়ে পরের বশীভূত॥
প্রেম সাগরে লাগিলে বাণ, কার সাধ্য রক্ষা পান,
বিনা মেঘে ঝোরে মরন, জাহাজ ডুবে যায় রে কত॥

মুলতান——তাল আড়াঠেকা।

আর তো যাবনা লো সই যমুনারই জলে।
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন সলিলে॥
যে হেরিলাম রূপ তার, গৃহে আশা হলো ভার,
নাম নাহি জানি তার, সে থাকে গোকুলে।

ঝিঝিট——তাল কাওয়ালী।

মরি মরি কি মাধুরী, বিধাতার একি চাতুরী।
দৃষ্টি মাত্র মন প্রাণ করিল যে চুরী॥
কিবা রূপ আহা মরি, বাসনা হৃদয়ে ধরি,
যেন বিদ্যাধরি পরিহরি স্বর্ণপুরী॥

কেদারা আলাহিয়া——তাল কাওয়ালী।

একান্তে বলি মা শুন।
নিধন হবে দশানন, ঘুচিবে রাম বিরহ আজ,
পাবে কমললোচন॥
মা তোর নয়ন কমলবারি, আর নিরখিতে নারি,
ধৈর্য্য ধর ধরাকুমারী, হবে গো দুঃখ মোচন॥
কেন মা আর চঞ্চলা, কেন মা আর ব্যাকুলা,
আর কেন শোকে বিভোলা, তোর মা চারুচন্দ্রাননা,
রাম প্রিয়া রাম পাবে, রাম নামে শোভা পাবে,
এ দুঃখ মা দূরে যাবে, পাবে রামের শ্রীচরণ॥

রাগিণী সুরট খাম্বাজ——তাল টিমেতেতালা।

অতি ঘোরতর মেঘে ঘেরিল গগণ,
ওলো বিধুমুখী নিজ গুণে রাখ আমায়,
অতিথি তোমারি শরণ চায়।
পয়োধর হেরিয়ে প্রাণ আকুল,
বিদ্যুতের সম রূপে নয়ন ভুলিল,
এখন অন্যত্রে যাই কোথা বল,
পথিক তোমারি শরণ চায়॥

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে।
সুখ আশে ভাসে সদা, দুখের সাগরে॥
সতত চাতুরী করি, জ্বালাবে মন আমারি,
তবে কি যতনে প্রাণ, সঁপি হে তোমারে॥
বিরহ জ্বালায় মন, ত্যজিবে আমার প্রাণ,
ছাড়িলে না ছাড়া যায়, কি হলো আমারে।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ——তাল আড়াঠেকা।

ভাবিতে ছিলাম যারে সেই আসি প্রকাশিল।
দুখানল হইতে মন সুখেতে ডুবিল॥
বিচ্ছেদ বিষ জ্বালায়, অস্থির ছিলাম তায়,
হেরিয়ে তাহার মুখ, যে যাতনা সব গেল॥

রাগিনী সিন্ধু খাম্বাজ——তাল আড়াঠেকা
নিশি না পোহাতে রে প্রাণ, চঞ্চল হইলে।
আমার কি নাহি লাজ, লোকেতে দেখিলে॥
শশীর কিরণ দেখি, চকোর কুমুদ সুখী,
অরুণ উদয় ভাব, ইথে কি ভাবিলে॥

রাগিণী ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।
মনেতে উদয় যাহা না পারি কহিতে।
হৃদয় নিবাসী তুমি হয় হে বুঝিতে॥
আমার মনের মত, করিতে হয় উচিত,
অধিক কথন আর, না যায় লাজেতে॥

রাগিনী সিন্ধুভৈরবী——তাল মধ্যমান।
আসি কেন আসি আসি বল প্রাণ।
আসি বোলে বাজে বাঁশী, আসি হলো সত্যজ্ঞান॥
যতক্ষণ প্রাণ থাকতে নিশি, বলিতে না আসি আসি,
এখন কেনে প্রেয়সী, নিশিতে কর পয়ান॥

রাগিণী সিন্ধু—— তাল আড়াঠেকা।
আসিতে এখানে কে বারণ করিলে।
অবলা বধের ভয়, সে নাহি ভাবিলে॥
ষট পদ মধুকর, নিরন্তর অন্যান্তর,
দ্বিপদ কি ষট পদ, স্বভাব পাইলে॥

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

কমলিনী প্রাণ তুমি বুঝি মধুকর।
সেই বিনে দরশন, জ্বালায় অন্তর॥
মানেতে মনেতে করি, তব মুখ নাহি হেরি,
হেরিলে পুন উপজে, আনন্দ অপার॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ——তাল আড়াঠেকা

যাও যাও মিছে সেধনা।
এ প্রাণ থাকিতে প্রাণ আর মিলন হবে না॥
নূতনে পাইবে মধু, মজেছ হে প্রাণবঁধু,
এ ফুলে বসিলে তোমার সুখ হবেনা॥

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

আমার কি অযতন প্রাণ তোমারে।
তুমি কি যতনাধিক, কর হে আমারে॥
মুকুরে আপন মুখ, দেখায় যেমন দেখ,
মনের মুকুর মন, নিরখি অন্তরে॥

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী

কি দোষ তার আমার কপালের দোষ।
কেন বা সঁপিলাম প্রাণ, কেন করি রোষ॥
সদা বারি পূর্ণ মোর, নয়ন কলস আমার,
অন্তরে বিরহানল, হয় মুখ শোষ॥

সুরট খাম্বাজ——তাল চিমেতেতালা।

বল সজনী ত্বরা করে।
সহেনা হেন দুঃখ দাসীর অন্তরে,
কেন এমন হইল সখীরে॥
সতত মম কাঁদিছে জীবন, মনে কেবল অশুভ লক্ষণ,
কেন হতেছে না জানি কারণ, নাহি বদনে কথা সরে
সহসা মম দক্ষিণ নয়ন, বল কেন গো নাচিছে এখন,
সখী অস্থির হতেছে জীবন, প্রাণ পতিতে নাহি হেরে

ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।
মরি মরি কি রূপ, যেন পূর্ণিমার শশী।
কি ভাবে লজ্জিতা হয়ে, ভূতলে পড়েছে খসি।
না হেরি নয়নে হেন, ভুমে স্বর্ণলতা যেন,
সজল নয়নে কেন, কাননে রয়েছ বসি।
বিরলে বসিয়া বিধি, গড়েছে অমূল্য নিধি,
নিরখি উথলে হৃদি, প্রণয় সাগরে বসি॥

পূরবী——তাল আড়াঠেকা।
দিবা অবসান হলো কখন আমি পাব তারে।
কি দিতে পাইলে তারে, কত সুখ হইত রে॥
নীর মধ্যে বাস মোর, আঁখি ভাসে নিরন্তর,
তারে না হেরে অনল, জ্বলিছে অন্তরে॥

সুরট খাম্বাজ—তাল চিমেতেতালা।

বল কিবা ফল মম বাঁচিয়ে এখন।
ওলো প্রাণসখী ত্যজিবেন নাথ আমায়,
শ্রবণ অবধি কাঁদিছে মন॥
তুমি যে নয় রে সখী, মনে এমন,
ত্যজিবেন প্রাণধন জীবনে যেমন,
জীব না জীবনে আর ক্ষণে ক্ষণ,
প্রাণেশ আমার জীবন ধন॥

লুম্ভান—তাল আড়াঠেকা।

আইল বসন্ত হে নাথ কি সুখ দেখ না।
পুরাইতে মনোজের মনের বাসনা।
বিকস কুসুম বন, মধুকর মধুপান,
ভ্রমরি সহিতে সুখে, করিছে যাপনা॥
কোকিলের কুহুধ্বনি, হৃদয় পুলক শুনি,
বিরহি এ রবে বড় পেতেছে যাতনা॥

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

রতন অধিক তোরে প্রাণ করিয়ে যতন।
বুঝা নাহি যায় ভাব, তোমার কেমন মন॥
কখন থাক সদয়, কখন অতি নিদয়,
দুখ দেওয়া অনুচিত, দিওনা কখন প্রাণ॥

সুরট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

বল কে বলে অবলা প্রাণ তোমারে !
ত্রিভুবন জয়ী সেই জন, বিষম বিষ সম,
কটাক্ষ শরে কাহারে ॥
জগতেরই কর জারী করগত,
সে আমারে কর দানে ব্যাকুল সতত,
যার পদানত জগত সে পদানত,
তব বল তব সম বল কে ধরে ॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

মনের যে আশা যদি তাহা না পুরিত।
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত।
দেখনা চাতকী ঘন, দিবানিশি করে ধ্যান,
বারি দানে তোষে তারে, না রাখে তৃষিত।
তার আশা পুরাইতে, পতঙ্গ পুলক চিতে,
আপনি জ্বালায় তাতে, রাখিতে পিরীতি ॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

আমার এ যাতনা কে কবে তাহারে।
না দেখিলে কুল ভয়, তবে কি সাধি তারে ॥
তারে পেলে যত সুখী, জানে মোর মন আঁখি,
লাজ প্রতিবাদী হয়ে, মজাইল মোরে ॥

ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

এ সুখে অসুখ কেন চাহরে করিতে।
মিলন হয়েছে দেখ, কত যতনেতে॥
বুঝিতে না পারি ভাব, মনে হয় কত ভাব,
সে ভাবে হলো অভাব, ভাবিতে ভাবিতে॥

মালকোষ——তাল টিমেতেতালা।

হাসিতে হাসিতে মান সহনে না যায়।
করিয়ে অমিয় পান, বিষ কোথা খায়॥
বিধুমুখে মৃদুহাসি, সদা আমি ভাল বাসী,
ইহাতে বিরস হলে, প্রাণ বাহিরায়॥

সিন্ধু খাম্বাজ——তাল আড়াঠেকা।

আর আমারে প্রাণ তুমি কেন কর জ্বালাতন।
জ্বালাতন করিলে এবার, এখনি ত্যজিব প্রাণ॥
যেমন আমি তোমারে, সাধনা করেছি প্রাণ রে,
তাহার উচিত ফল, পাইলাম এখন॥

ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

মান অপমান কিছু করোনা মনে।
সকলি সহিতে হয়, সময়েরি গুণে॥
পিরীতি পরম ধন, করিতে হয় যতন,
ধৈরজ ধরিতে হয়, উচিত এখানে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ——তাল মধ্যমান।

এই কি প্রাণ তোমার ছিল মনে।
যাচিয়া যাতনা দিবে, জানিব কেমনে॥
অবলা সরলা আমি, জাননা কি প্রাণ তুমি,
ছলেতে ভুলালে মন, অমিয় সুধা বচনে॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

পিরীতি বিচ্ছেদ দুঃখ কিসে নিবারিব।
ইহাতে উপায় সখী বল কি করিব॥
সুখ আসে ধন প্রাণ, করে তারে সমর্পণ,
এখন ভুলিয়ে তারে, কেমনে রহিব॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ——তাল কাওয়ালী।

আর কার নহি প্রাণ আমি তরিয়ে।
তিলেক না হেরি যদি, বোধ হয় মরিয়ে॥
কিরূপ আমারে তুমি ভেবনা কখন,
স্বরূপে এই জানিবে তব বশ মন,
আর কিসে হবে সুখী বলনা তা করিবে॥

সিন্ধু ভৈরবী——তাল মধ্যমান।

ডাকরে মা বলে যাদু বদন তুলিয়ে কেন এত ঘুমালে
প্রাতে উঠি আসিয়াছ রে ফুল আনি বলে,
সেই অবধি দেখিনে কেনরে এমন হলে॥

পিলু বারোঁয়া—তাল খেমটা
না জানি কি দিন আজি উদিত হইল।
কমলিনীর মন চোরে বল কেবা হরিল॥
প্রেম ডোরে যতন করে, বেঁধে সখী মন চোরে,
রাখিয়া হৃদয় মাঝে, আনন্দে মাতিল॥

খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।
চলো সখী চল চল লো সবাই।
আসিতে দিব না শ্যামে দ্বারেতে দাঁড়াই॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণের ধার, ধারেনা প্রেমের ধার,
শঠের কপট প্রেমে আর কাজ নাই॥

ভৈরবী—তাল মধ্যমান ঠেকা।

এত যে যন্ত্রণা রে প্রাণ, তবু তোমারে।
হেরে যুড়ায় জীবন, কি জানি হলো আমারে
যত কর অপমান, তিলার্দ্ধ ভাবিনে প্রাণ,
হেরিলে বিধুবয়ান, কি সুখ কহিব কারে।
বুঝেছি কারণ তার, প্রাণধন যে যাহার,
মান অপমান তার- ভিন্ন কি হইতে পারে।
অনাদর কিম্বা মান, উভয় সমান জ্ঞান,
স্নিগ্ধ উষ্ণ বারি দান, যেন অনল সংহারে।

ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

নিশি পোহাইয়ে নাথ প্রভাতে আইলে।
আমার আশার সুখ, কারে বিলাইলে॥
যেরূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে॥
কামিনী সহিত তুমি, রতিপতি সহ আমি,
ইহা বুঝি অনুমানি, মনে না করিলে॥

বেহাগ—তাল আড়খেমটা।

হায় কি হলো কি হলো মন হলো বিকল।
আহা প্রাণ প্রিয়ে পড়িয়ে ধরাতল॥
বুঝি মন বাক্য বাণে, প্রাণ প্রিয়ে নাহি প্রাণে,
আমি কেন আছি প্রাণে, বাঁচিয়ে এখন,
তব অদর্শনে, জীবনে কিবা ফল॥

ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

কোথা কৃষ্ণ দয়াময়।
দাসীর বিপদে কেন হইলে নিদয়॥
শোকানলে কলেবর, হইতেছে জর জর,
অধিনী দাসীরে, নাথ রাখ পায়।
প্রভু তব পদে ধরি, অধিনীরে কৃপা করি,
লজ্জা নিবারিয়ে প্রভু রাখ পায়।

বেহাগ——তাল ঝাঁপতাল।

বঁধু হে পরাধিনী নারীর বেশ তোমারে।
পরাতে পরাণ বঁধু পরাণ বিদরে (হে নাথ)
পর পরাধিনীর দুঃখ জানাতাম তোমারে,
পরাতাম পরাণবঁধূ পর হলে পরে,
পর নয় পরম সখা তুমি হও পরে,
গোপীগণের পরম নিধি গণ্য পরাণ উপরে॥
রমণী রঞ্জন তুমি বঁধু হে,
তোমার রমণী সহ সুরমণি সাধ করে,
করের রমণী তোমার সাধেন সাদরে,
হতে চাও রমণী বঁধু, রমণী দাসীর তরে॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী!

কেমনে যাইবে বনে তুমি প্রাণধন।
বনবাসে দুঃখ যত জাননা কখন॥
পুরাণে পাই শুনিতে, পথে নারী বিপর্জ্জিতে,
দময়ন্তী নল সাথে, পেলে দুঃখ অগণন।
শোন কি কি সুবদনে, রঘুনাথ গেলেন বনে,
কি দশা হইয়া ছিল সীতার তখন——
রাবণ রাক্ষস মুখে, দুঃখিনী পড়িল দুঃখে,
তোমারি কি বিধুমুখী, সেই আকিঞ্চন।

———

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

নিষেধ করোনা নাথ যাব আমি বনে।।
ছায়াছাড়া কায়া কথা দেখেছ নয়নে।।
নিয়ত নিকটে তব, নয়নে নয়নে রব,
যত দুঃখ সব সব, কি ভয় মরণে।।
একান্ত হে কান্ত আমি, হব তব সহগামী,
ছাড়িয়া প্রাণের স্বামী, রহিব কেমনে,——
সীতা যে রাবণে লবে. কে আগে জানিবে ভবে,
যা থাকে অদৃষ্টে হবে, ভাবি অকারণে।।

সুরট খাম্বাজ——তাল একতালা।

মন কালী কালী বল।
গত হলো কাল, জীবে কত কাল,
কাল পেয়ে কাল নিকটে এলো।
কাল ভয়ে কালী হলো এ অঙ্গ,
কবে দংশিবেরে সে কাল ভুজঙ্গ,
কর সাধু সঙ্গ, কালীনাম প্রসঙ্গ,
কালে হই কাল, সাঙ্গ হলো।
কাল দণ্ড লয়ে কাল আসিবে,
কালের ভয় তখন কেবা নাশিবে,
কলুষ নাশিনী সেই সবে শিবে,
কালিদাসে দিবেন চরণ কমল।

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

মন সাধ না পুরিল।
কালী পদে জবা দিতে মন যে ভুলিল॥
আশা ছিল ভরসা, শ্যামা পদে পাব বাসা,
রবে না ভব পিপাসা, সে আশা, বিফল হোল।
আমি লক্ষ জন্মান্তরে, জ্ঞান জন্ম নরোদরে,
পড়িলাম ফেরে ফাযে, আমার কুসঙ্গ ঘটিল॥

সিন্ধু ভৈরবী——তাল পোস্তা।

কি চিন্তা কররে মন, চিন্তামণির চিন্তা কর।
বৃথা চিন্তা করে কেন, চিন্তা জ্বরে জ্বোরে মর॥
মনে চিন্তা করে দেখ, এমন দিন হবে নাক,
চিন্তামণি বলে ডাক, অন্তে যদি চিন্তে পার।
ত্যজিয়ে সামান্য মণি, সার কর সেই চিন্তামণি,
কালিদাসের এই বাণী, সেই রূপ অন্তরে হের।

সুরট মোল্লার——আড়াঠেকা।

মনের বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন মা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন, বলতে পায় মা কালী কালী
হৃদয় মাঝে উদয় হও মা, যখন কর্‌বে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে, লবো জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥

অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে,
কেহবা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী—
কেহবা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কথা উচ্চৈঃস্বরে,
কেহ বল্‌বে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি ॥

সিন্ধু ভৈরবী——তাল আড়াঠেকা।

কালী কল্পতরু মূলে মনপাখী কররে বাসা।
ঘুচিবে ভব পিপাসা, হবেনা আর যাওয়া আসা॥
ক্ষুদ্র উদরেরি তরে, উড়িতেছ শূন্য ভরে,
আধার আধার করে, না পুরে প্রত্যাশা।
এখন উপায় কর, কালী পদ সার কর,
স্মর সেই মুরহর, সফল হইবে আশা ॥

সিন্ধু ভৈরবী——তাল মধ্যমান।

কালী গো মা কাল বারিণী।
কালবারিণী শিবে মন মোহিনী॥
তারিণী তব নাম, অন্তে হয় মোক্ষধাম,
এবার তার মোরে, ওগো জননী॥

ভৈরবী——তাল কাওয়ালী।

ছুইওনারে শমন আমার জাত গিয়েছে।
কালী নাম সুধারস, যে দিনে শ্রবণে আমার,
স্মরণ করিয়াছে।

যদি বল ওরে শমন, তোর জাত গেল কিসে,
আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী কোরেছে ॥

ভৈরবী——তাল মধ্যমান।

এমন দিন না রবে।
চিরদিন সমান নাহি যাবে ॥
কাল প্রবাহ গতি, বহে যে কুটিল অতি,
ধন জন স্বপন সমান, নিমিষে প্রলয় হবে।
দিন থাকিতে দীনশরণে ডাক,
দীনতা ঘুচিবে এখনি, পাপগ্রন্থি মোচন হবে ॥

জয়জয়ন্তী——তাল একতালা।

কেঁদনা কেঁদনা আর।
তোমার এ দশা হেরে ব্যাকুল অন্তর।
বৃথা প্রাণ কৃষ্ণধন, অমঙ্গল কর কেন,
রাহুগ্রস্থ শশধর, থাকে গো কি নিরন্তর,

বেহাগ——তাল কাওয়ালী।

কিবা অপরূপ মরি হায় হায়।
কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা,
ঘন নুপুর শোভা পায় পায় ॥

নীলাম্বর কভু দিগাম্বরী, হলে মহেশ্বরী শ্রীব্রজেশ্বরী,
হরিনামামৃত পানে মগনা মগনা সদা,
সদাশিব মোহিনী সনাতনী,
অষ্ট সখীতে কিবা ডাকিনী যোগিনী ভাবে,
নাচিছে গাইছে মাদল বাজিছে,
ধাকেটে তাক্ ধুমকেটে তাক ধা,
তেরেকেটে ধা তেরেকেটে ধা,
ঘন নুপুর শোভা পায় পায় ॥

ঝিঁঝিট——তাল মধ্যমান।

হরি বলে প্রাণ সই এ প্রাণ ত্যজিব।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত হরির রাঙ্গা পদে মিশাইব।
এ ভব যন্ত্রণা যাবে, আর কি মানব দেহ হবে,
আসিতে হবে না ভবে, হরি ভেবে হরি হব।
শঙ্খচক্র গদাম্বুজ, লয়ে হব চতুর্ভুজ,
ভনে রামচন্দ্র দ্বিজ, সাধকের এই ভাব ॥

খাম্বাজ——তাল ঠেংট।

চামেলি ফুলে চাম্পা।
গোলাপে গোঁথেলউঁরে মালেনিয়া,
পেহেরোঙ্গা লা সখী গলে ডারে।॥
মকাদ শিসে মতী আনা,
কৈ। সেরা আচাবনাকে, আওয়ে সোঁয়ে সেয়ানা ।

বিভাষ——তাল একতালা।

তোম জানে মোরে বৈঁইয়া।
কহরে মুরারে কহরে মুরারে কহরে মুরারে॥
দরশন মানা লে, মোরে ঘরে আনা দে,
সানো হামারি, দেখলো শুমরে গারি,
দেত বনওয়ারি॥

ইমন্ পুরবী——তাল কাওয়ালী।

মন্দেলেরা বাজুরে, আইল মেরে ঘরওয়া।
পিত্র রেওয়া ভেইল রুম রুমরশীল পূজিন ছরিএগ।
রঙ্গ মহল পলখন সোঝার চুনি চুনি কলিএগ।
শেষ সোঁওারো আজ আনন্দ বাধা এ গাত্র বাজাএ
তাক্ ধেলাং ধুম্ কিটীতাক্ দেদে ঘিনি
ধুম কেটে দেদে ঘিনি ধা॥

ঝিঝিট খাম্বাজ——তাল একতালা।

ভজরে মন নারায়ণ অনাদি অখিল কারণ।
দৈবকী সুত দামোদর দ্রৌপদী ভয় ভঞ্জন॥
মাধব মানস মোহন কারি, মনোহর রূপ মুরলীধারী
বৃন্দাবন বিপিনবিহারী, বারিদ বরণ।
কেশী মথন কালিয়ে দমন, গোপীজন মন রঞ্জন,
সৃজন পালন নিধন কারণ, জগত তারণ॥

বাগেশ্রী——তাল কাওয়ালী।

সোঁ। প্যারি বনরি রি সো প্যারি বনরি রি।
তেরা প্যারে বন বন আও মোরি ॥
মতি অনকি চৌমপরি, শিস শরোগুঁধা,
সদারঙ্গিলে ছবিলে মোহম্মদ সাম্বর পাওধোরি ॥

সাহানা——তাল আড়াঠেকা।

অসনিকি বন সোলে ভান বনেরা।
বিনা দেখে জিয়া যা এলা বনেরা ॥
সব অবলিয়া মিলি দেতম রারথ,
পাওত রাগ সরস সুর সাহানা, অবনিকি বন।

হাম্বীর——তাল তেওট।

চে রোঙ্গে বিরহো মহারাজ সদা রহে তুমারে
কাএস রাজ।
অলে রহে লছ মিনিত ও বরচে মহিমা অনুরাগ
দেতহি আশীশ বাণী তুমহো ছনি এাকে শির তাজ

ভৈরবী——তাল চৌতাল।

লম্বোদর গজানন গিরিজা সুত গণেশ।
একবদন প্রসন্ন বদন অরুণ বেশ ॥
নর নারী গুণি গন্ধর্ব্ব কিন্নর যশ তোমার মিলে;
ব্রহ্মা বিষ্ণু ওয়তে পূজত মহেশ ॥

অষ্টসিদ্ধ নবনি মুষিক বাহন বিদ্যাপতি
সুমেরত তিন কেশেষ——
অস্তুত করত তান সেন আএভা এ ব্রম্ভা বিঘ্ন হরণ
বিনায়ক রূপ স্বরূপ অশেষ।

মালকোশ——তাল চৌতাল।

হে মহামায়ে যোগেশ জায়ে,
তারে সারে পদাংপরে, নীরদ কায়ে।
দীন দুরিত হরে অভয়ে অভয় করে,
ত্রিপুরে তাপিত তনু ছায়ে।
ভ্রম্মাদি বিবুধ বৃন্দ, যোগেশ ফণীন্দ্র ইন্দ্র,
তুহাঁর মহিমা গুণ গায়ে——
রাম শঙ্কর দীজে কুককৃপাহীনে ত্রিপুরে তনু ছায়ে।।

বেহাগ——তাল চৌতাল।

রাজা রামচন্দ্র চাড় হেঁ ত্রিকুটেপর,
লঙ্কা গড় ডগ মগাত বহিঁ বম্ম বাজেরি।।
প্রথম শ্রবণ টঙ্কোপরে রাবণ ঘননাদ মরো,
কুম্ভকরণ রণ বিদার দেবগণ গাজেরি।।
দঁশো দিশ শোরভে এ সুতল বিতল তলাতল,
রসাতল পাতাতল যেতে কিও কাজ——
চড়ি বিমান দৈত্য সাজে কোটকো টমানলহে,
বাহনি বিলাস আসু অবধ ভুপ রাজেরি।।

ছায়ানট——তাল তেওট।

সাঁবলিয়া মোরা, নিশ দিনা লাগা রহত দৃক কোপরে।
গুরুজন লাজওয়ে, গৃহ কাজকো বিশরাঞি,
শ্যাম শ্যাম দেখে হুঁ সকল, ভুনিঞা ভরে॥

ভৈরবী——তাল চৌতাল।

পতিত পাবন দিনবন্ধু হো গোসাঞি তুম গজ সকট
তেঁউ ছোটাও এ।
দ্রৌপদী লজ্জা নিবারণ চির বাড়াও নরসিংহ রূপধর
প্রহ্লাদ ছোটাও এ।
মূঢ় ততেঁ ব্রজ রাখাল ওহে গোবরধন নখপর ঠহরাঞি
মোরে সুনের সেবক চরণ নকো ভক্ত বচ্ছলহু কহাও এ।

খাম্বাজ——তাল চৌতাল।

বংশীধুন সোমঝার বাজত শ্রীবৃন্দাবন।
রঙ্গধুমড রহো সঘন গরজত বাঁদর বিমান॥
রহস রহস বরখত, গোপীগণ দামিনী দমকত,
নয়না রতনা রে পর সোহে সোহে ধনুষ মান॥
চমর চারবী কনেশ কাঞ্চন, বরণ বিরাজিত প্যারি ওরে
প্যারে দেউ শোভিত ছবনকী ছটা——
কুন্দর বহার দেউ বিরহিত, মুখমো দেখোলেজে সে
বরখা রিতুমে নিরখত ওরে, হপত ভান॥

ভুপ কল্যাণ।——তাল একতালা।

নমি নারায়ণী।

বেদ বিদ্যা প্রসবিনী, কবিতা রসদায়িনী,
ত্রিতাপ হারিণী সরোজ বাসিনী।
স্মরিয়া ও পদ মাতঃ! করিতেছি কামনা,
অভীষ্ট দায়িনী বাণী পূর্ণ কর বাসনা,
করুণা নীরধারা কর ওগো সিঞ্চন,
তব চরণ সুখ সদন, হরিগুণ আজি করিব কীর্ত্তন,
সুরাসুর বন্দিনী শ্বেতবরণী॥

ইমন্ পুরবী।——তাল আড়াঠেকা।

মা আমার দুঃখ এত।

জগত জননী তুমি মা, আমি কি ছাড়া জগত
কিম্বা জলে কিম্বা স্থলে, যে জন দুর্গা দুর্গা বলে,
শমন পালায় ভয়ে, হয়ে অতি কম্পান্বিত।
শুন গো জগতেশ্বরী, কটাক্ষে হেরিলে তরী,
মা হয়ে সন্তানে দুঃখ, দেওয়া এত অনুচিত॥

ভুপ কল্যাণ।——তাল জৎ।

নমামি কবিতা রস দায়িনী।
নমামি নমামি বাগ্‌বাদিনী॥

মানসসুভদ্রা হরণ গানে, বরাননে,
যতনে তোষনে সুজনে,
সক্ষম কর গো জগ জননী।
ভক্ত জনে দেহ গো জননী, গীত শক্তি মধুর বাণী,
পঙ্কজ নয়না পন্নগ বেণী,
মাধব মানস তমোনাশিনী,
কেশবার্দ্ধ শরীরিণী, শ্বেত সরোজ বাসিনী,
বীণালঙ্ক তাজ্ঞকরা বিনোদিনী নারায়ণী॥

ইমন্ কল্যাণ।—তাল চৌতাল।

কৃপাতরী বিতরণে।
তার তারা অকৃতী অধম জনে॥
হেরিয়ে ভব তরঙ্গ, ভয়ে কাঁপিতেছে অঙ্গ,
দাবানলেতে কুরঙ্গ, ভীত সদা হয় মনে।
তুমি তারা আদ্যাশক্তি, শুনিছি মা শিব উক্তি,
শক্তি হীন জনে মুক্তি, দিতে পার মা—
জগদম্বা জগদ্ধাত্রী, কুল দারা কালকর্ত্রী,
চতুর্বর্গ ফল দাত্রী, রেখ মা রাঙ্গা চরণে॥

জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

ভব পারাপারে আর কে যাবিরে।
শ্রীনাথের তরী লেগেছে তীরে॥

জগৎ চিন্তামণি, প্রভু চক্রপাণি,
আপনি ক্ষেপণী, শ্রীকরে ধরে,
খেলার ভেলা ভোলা হারালি হারালি,
ছয়ের দায়ে বুঝি ডুবিলি ডুবিলি,
প্রপঞ্চ পঙ্কেরে ছাড় ছাড় বলি,
যুগল বাহু তুলি, বলি মুরারে।
কর্‌রোনাক হেলা চাপ এই বেলা,
যে ঘাটেতে নাই দান আর তোলা,
ভক্তি ভাবে কর করে কর মালা।
চিকণ কালারূপ ভাবরে অন্তরে ॥

বাগেশ্রী——তাল আড়াঠেকা।

কোথা আনিলে আমার পথ ভুলালে।
দুস্তর তরঙ্গ মাঝে তরী ডুবালে ॥
তরী নাহি দেখি আর, চারিদিকে, শূন্যাকার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার, ঘুর্ণিত জলে।
কোথা রহিল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ প্রিয়ে রইল কোথা, বন্ধু সকলে ॥

টোড়ী——তাল কাওয়ালী।

ভাব নব জল ধর বরণীরে।
ভবানীরে যদি ভরিবে সমরে, দুঃখনাশিনী ঈশানীঈশ,

হৃদয় বাসিনী পদ, ভাবিলে ভাবনা যাবে দূরে ;
দনুজান্ত কারিণী, অন্তর বাসিনী,
কৃতান্ত বারিণী শ্যামা মারে,
সে যে বাসনা ফল দায়িনী, বাসনা পুরায় জননী,
বাস করে পতি বক্ষোপরে, সে যে অসিতবরণী অসিধরে,
নবনরক বারিণী নরশিরে ॥
শিবে সঙ্কট হরা নাম, শঙ্করদারা নাম,
রসে বশ কর রসনারে, গত দিন ক্রমগতি,
গতির নাহি সঙ্গতি, দাশরথী কেন চিন্তনারে,
শ্যামা জনম মরণ হারিণীরে,
কেন জনম মরণ ভয় কিরে ॥

পরজ বাহার——ঝাঁপতাল।

দে গো মা আমায় ঐ চরণ তরী।
অকূল ভবসাগরে কিরূপেতে তরী ॥
তুমি তরাও তবে তরি, নইলে কি তরিতে পারি,
যে ঐ বিচিত্র তরী, অচিরে বাসনা করি।
বিপদেতে ডাকি আমি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
স্বগুণে তারিবে তুমি, এই ভিক্ষা করি ॥

মূলতান। —— একতালা।

তারা কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার গারদে থাকি বল।
মশিল ছয় দূত, তশিল করে কত,
তারা সুত পায়ের শৃঙ্খল॥
দিয়ে মায়াবেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালাম মোক্ষ ফল।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটী,
ছুটাছুটী করি ভূমণ্ডল ;——
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে সদা ভাষি,
সর্ব্বনাশী জানিস্ কত ছল।
হুকুম অনুযাই, খাটি মা সদাই,
হুকুমের নাহি চলাচল ;——
যে দিন রদিল হুকুম হবে, দয়া না করিবে,
মাজুল দেখে দিবে ফলাফল।
আমি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে,
নীলাম্বরের জলে, দুঃখানল ;——
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধরে খাই হলাহল॥

৺ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

খাম্বাজ।——তাল মধ্যমান।

জয় জয়ন্তী দেবী ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী জয় শ্যামা।
কল্যাণী জীবের কলুষ বিনাশিনী কাল বরণী অনুপমা।
কালরূপা কাল কামিনী, ভাবিনী গুণ ধামা;
সুধাপানে ঘোর লোহিত লোচনী, সদাশিব মনোরমা।
চরণ সরোজে রত্ন নুপুর বাজে, নাচে বামা অষ্ট রামা,
ভক্ত জনগণ বাসনা পুরণ; তারিণী কারিণী মা
কে জানে ধ্যানে জ্ঞানে, সুরনর মুনিবর,
তব মহিমার সীমা, তুমি আদি তুমি অন্ত,
অনন্ত মাহেশী কর সিদ্ধ কামা॥

ইমন্ কল্যাণ।——তাল আড়াঠেকা।

একব বয়সে।
এলোকেশে এলো কেসে,
চতুষ্করা ভয়ঙ্করা ঘোর ভীষণ বেশে।
শ্যামাঙ্গে রুধিরান্বিত, নব ঘনেতে তড়িত,
বজ্রসম হুঙ্কারিত, আসব পান আবেশে।
সমরে মহা অধীরা, ছিন্নমুণ্ড অসিধরা,
ভক্তে ধন্য ভয়ঙ্করা, মাভৈঃ মাভৈঃ সদা ভাবে—
ব্রহ্মাণ্ড করিতে নাশ, হলো কি মা তব আশ,
অভিলাষ হয় নাশ, ধূর্জটী পতিত ত্রাসে॥

সুরট খাম্বাজ।——তাল একতালা।

আমার এমন দিন কি হবে।
হইয়ে সন্ন্যাসী, হব কাশী বাসী,
বারাণসী ধামে জীবন যাবে।
ষড়্‌রিপু ভয় নাহিক তথায়,
হবে জয় যথা আছে মৃত্যুঞ্জয়,
রবির উদয় যেন তেজোময়,
পাপ তিমির তায় বিনাশিবে।
ত্যজ সুখ বাসনা, শিব উপাসনা,
পুরাব তথায়, মনের বাসনা,
অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিবে রসনা,
যন্ত্রণা সব ঘুচিবে——
বসি অসি ঘাটে, জাহ্নবী নিকটে,
শিব পূজা সেবা, করে কর পুটে,
কালীদাস কহে কাশী খণ্ডে রটে,
বিষম সঙ্কটে ত্রাণ পাইবে॥

পরজ বাহার।——তাল আড়খেম্‌টা।

চরম কালে যদি দেখা দিলে ত্রিলোকপতি।
কৃপা করে এ দাসের, হর হে দুর্গতি॥
কৃপা করি কমলোচন, হৃদি পদ্মে দাও দরশন,
তুমি হে নাথ দয়ার নিধান, নিদয় দাসের প্রতি॥

জয় জয়ন্তী——তাল একতালা।

দুর্গমে এবার, কিসে দুর্গ পার,
বিপদে শ্রীপদে, রেখ গো জননী ॥
আমি ভব দুর্ব্বিপাকে হয়েছি কাতর,
ডাকি তাই তোমায় বিপদ নাশিনী। ।
আমি বিষয় ভোগে সদা অচেতন হয়ে,
ভুলে থাকি মা গো সতত তোমারে,
তুমি বিনা এবে কে আর আমারে, রাখিবে ভব দুর্গমে
বিশ্বের জননী ভব দুঃখ হরা,
ত্রিলোক তারিণী তুমি ওগো মা,
ডাকি তাই তোমায়, রাখ গো আমায়,
ও চরণ ছায়ে ব্রহ্ম সনাতনী।
আমার সাধ হয় মনে হৃদি সিংহাসনে,
বসায়ে তোরে মা পূজিব গো যতনে,
ভক্তি পুষ্পমাল, সাজায়ে চরণ, নিরখি অবাক হয়ে-
প্রীতি বিল্বদল প্রেম গঙ্গা জলে,
সেবি গো তোমারে হে সর্ব্বমঙ্গলে,
কামাদি রিপুরে দিয়ে বলিদান,
অভয় হই গো ওমা ভবরাণী।
ওগো চিন্ময়ী অব্যক্তা অনন্ত রূপিণী,
আনন্দময়ী মা ত্রিলোক জননী,
অদ্বিতীয়া তারা প্রাণ মন মোহিনী,
ইষ্ট দেবী বরণীয়া——

বাচি আজি মাগো এই ভিক্ষা চরণে,
রেখো দাসের মনে জীবনে মরণে,
আমি তব মঙ্গল কাজে কাটায়ে জীবন,
অন্তিমে হেরিব চরণে সরোজিনী ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এই ছিল কি মন তোমার মনে।
আমারে মজালি তুইরে, না ভজে রাধারমণে ॥
তুই আমার আমি তোর, তোর সনে কি মনান্তর,
মনান্তরে রাখলি কেন, সেই মন্মথমোহনে।
যারে বিধি চিন্তা করে, না চিন্তিয়া চিন্তা করে,
আমারে ডুবালি অন্তে, চিন্তা সাগর জীবনে ॥

সিন্ধু ভৈরবী—তাল তেওট।

ভজ মন গুরুপদ, ত্যজ সুখ সম্পদ,
পাইবে মোক্ষপদ অন্তিমে।
হলে এই দেহ পতন, পাবে সেই নিরঞ্জন,
বসিয়ে কর সাধন নিগমে ॥
তুমনা মন ভ্রমে, স্বকার্য্য সাধ ক্রমে,
কি কার্য্য এই গৃহ আশ্রমে।
অধম কালীদাসে কয়, ভাবিলে সেই পদ দ্বয়,
অবশ্য কৃপা হবে অধমে ॥

জয় জয়ন্তী——তাল চৌতালা।

প্রথমাম ওঁকার ভুবন রাজ দেব দেব।
জ্ঞান যোগে ভাব তিনি তোমারই সনে ॥
ভুবন ময় যে বিরাজ, ভকত হৃদয় যার সাথ,
প্রাণ প্রাণ হৃদয় নাথ, ভুলনারে তারে ॥
রাগ সংগীততানে, ভুলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
যাঁর নাম একতানে, গায় ত্রিভুবনে,
ভয় কি অভয় দানে, তোষেণ জগত জনে,
কেন মন সেই জনে, ভাবিলে না ভ্রমে ॥

সিন্ধু ভৈরবী——তাল পোস্তা।

জননী গো জন্ম ভূমে, এসে জন্ম বৃথায় গেল।
শিবকে দিলি যে চরণ ধন, সে ধন সাধন নাহি হলো।
ধনপতি সুত সে ধন, করে ছিল হৃদে বন্ধন,
সাধন ফলে অবহেলে, সিংহলে সে ত্রাণ পাইল।
সামান্য ধনের আশে, সদা থাক পরবশে,
কি হবে মা অবশেষে, কালীদাসের দিন ফুরাল ॥

—

আলাইয়া——তাল একতালা।

তারিণী দিলেনা দিলেনা দিন।
তারা তারা তারা জপি সারাদিন॥
নানা উপসর্গে, দিন যায় দুর্গে,
পরিবার বর্গের-পরিশোধে ঋণ।
গেলনা গেলনা বিষয় বাসনা,
হলোনা মলিনা পর উপাসনা,
শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবে শবাসনা,
রটেনা রসনায় ভ্রমে একদিন॥
দ্বিজদাস অভিলাষী এই তারা, পূর্ণানন্দে পূর্ণকরনয়ন তারা
সদানন্দে রেখো সদানন্দ দারা,
নিরানন্দ কারায় সারা হ'ল দিন॥

৺ বিপ্রদাস তর্কবাগীশ

বেহাগ——আড়াঠেকা।

(তারার) নাম জপনা।
কুলারেন কুলানময়ী অকুলান কিছু রবেনা॥
কুণ্ডলিনী যখন জাগে, যে যা ইচ্ছা সে তা মাগে,
জাগাও তারে অনুরাগে, তুমি বঞ্চিত হবেনা।
কি ভাব অনুসার, শ্যামা করিবেন সুসার,
অসার সংসার সারাৎসার, তাঁরে কর আরাধনা।
দ্বিজ দাস অতি দৈন্য কি ভাবনা তারি জন্য,
শ্যামাপদ ভিন্ন অন্য, কখন তুমি ভেবনা।

৺ বিপ্রদাস তর্কবাগীশ

কালাংড়া।——কাওয়ালী।

কুল কুণ্ডলিনী যদি জাগে।
যার না জাগে, কি করিবে তার তপ জপ যোগ যাগে।
অন্তরে যার শ্যামাপদ, বাহিরে যার শ্যামাপদ,
সে কেন অপর পদ মাগে——
তার তার কোথা বাস, অবিজ্ঞাত কৃত্তিবাস,
নিগমে নাহি নির্য্যাস, আগম কি তার আগে।
কহিতেছে দ্বিজ দাস, যে জন কালীর নিজ দাস,
উদাস শ্যামা অনুরাগে;—অশেষ সম্পদ পদ,
ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্য পদ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পদ,
পেলেও কি তার মনে লাগে। (৺ বিপ্র)

আলাইয়া।——আড়াঠেকা।

কেমনে নিশ্চিন্ত মনে আছ গোশিখরি,
কালান্তে কামান্তে দিয়ে কোলের কুমারী॥
সুধা ইন্দুমুখী উমা, সৌন্দর্য্য সাগর সীমা,
বিরূপাক্ষ সাজে কি মা, ভুবন সুন্দরী॥
ভুজঙ্গ ব্যাঘ্র অঙ্গ করে, চিতা ভস্ম অঙ্গে ধরে,
সর্ব্বদা শ্মশানে ফেরে, ত্রিশূল ধারী।
ষোড়শ পদ্মিনী বালা, পদ্মকান্ত মণিমালা,
শচীবালার ভাগ্যে ভোলা, ভর্ত্তা ভিখারি॥
৺ বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।

সম্পূর্ণ।